يَوْمُ الدِّيْنِ

বিচার দিবস

হাবীবুল্লাহ মাহমুদ

يَوْمُ الدِّيْنِ

বিচার দিবস

হাবীবুল্লাহ মাহমুদ

শেষ্টিম প্রকাশনী

বিচার দিবস

লেখকঃ হাবীবুল্লাহ মাহমুদ বিন আব্দুল ক্বদীর

সম্পাদকঃ জিহাদুল ইসলাম

গ্রন্থস্বত্বঃ অন্তিম প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশঃ ৭ই রমযান, ১৪৪৭ হিজরী
২৫শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ ঈসায়ী

প্রকাশনায়ঃ অন্তিম প্রকাশনী

কম্পোজঃ মুসাফির হাবীব

হাদিয়াঃ ৭০ (সত্তর) টাকা মাত্র।

ওয়েবসাইটঃ https://gazwatulhind.site
কাফেলাঃ https://linktr.ee/kafela_official

যোগাযোগঃ backup.2024@hotmail.com

অন্যান্য বইগুলোঃ https://cutt.ly/akhirujjamanbooks
https://dl.gazwatulhind.site

বই কিনুনঃ http://cutt.ly/ontim_prokashoni

BICHAR DIBOSH WRITTEN BY HABIBULLAH MAHMUD BIN ABDUL QADIR, EDITOR: JIHADUL ISLAM. PUBLISHED BY ONTIM PROKASHONI. COPYRIGHT: PUBLISHER. 1st PUBLISHED ON: 25th FEBRUARY 2021 ISAYI, 7th RAMADAN 1447 AH HIJRI.

সূচিপত্র

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
সম্পাদকের কথা	০৪
লেখক পরিচিতি	০৫
ভূমিকা	০৬
বিচার দিবস	০৭
মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য	১২
সৃষ্টির স্রষ্টা মহান আল্লাহ তা'য়ালার পরিচয়	১৪
সৃষ্টি অর্থাৎ যাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে	৩১
সৃষ্টির কারণ অর্থাৎ যে কারণে স্রষ্টা সৃষ্টি করেছেন	৩৫
আল্লাহ তাঁর ইবাদাতের জন্য বান্দার মুখাপেক্ষী নয়	৩৮
ইবাদাত কী?	৪৫
১। বিশুদ্ধ অন্তরে আল্লাহর আনুগত্য করা	৪৬
২। একনিষ্ঠ ভাবে আল্লাহর ইবাদাত করা	৫৬
৩ ও ৪। ছলাত প্রতিষ্ঠিত করা ও যাকাত দান করা	৬১

সম্পাদকের কথা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নাহমাদুহূ ওয়া নুছল্লী 'আলা রসূলিহিল কারীম, আম্মা বা'আদ; অত্র বইটি পহেলা জুলাই, ২০২১ইং সালে রাজশাহী কারাগারে লেখা হয়। তাগুত ও জালিম শাসকের কারণে তখন বাংলাদেশে চলছিল তাওহীদবাদী মুসলিমদের উপর অত্যাচার ও নিপীড়ন। সাথে ঘটতো গুম ও কারাবন্দীর মত ঘটনা, ২ দিন পরপরই নিউজ পাওয়া যেত। হটাত এক বা একাধিক তাওহীদবাদী মুসলিম নিখোঁজ! আর কিছুদিন পরই নিউজ আসতো অমুক বাহিনী এতজন জঙ্গি ধরেছে অভিযান করে। অমুক বাহিনীর সাথে জঙ্গিদের হামলা-পাল্টা হামলা; এরকম নাটক থাকতো প্রায় প্রতি মাসেই। কি করার! বাহিনীর অফিসারদের টাকা তো ইনকাম করতে হবে, উপরের স্যারদের খুশি করতে হবে, পদবী-মেডেল তো নিতে হবে। তাতে ২/৫ জনকে বিনা অপরাধে ১-২ মাস গুম রাখলে, কাউকে ক্রসফায়ার দিয়ে হত্যা করলে, বাসা থেকে ধরে নিয়ে মামলা দিয়ে ৬ মাস থেকে ৫/১০ বছর জেল খাটালে, এভাবে আর্থিক-সামাজিক-মানসিকভাবে ক্ষতি করে হাজারো পরিবারকে পথে বসালে তেমন কিই বা আর দোষ হয়! অতঃপর সেই তাগুত ও তাঁর জালিম বাহিনীর কিছু অংশ ছাত্র-জনতার রোষানলে পরে ক্ষমতা-পদবী, অর্থ-সম্পদ সব রেখেই দিক-বিদিক পালিয়ে যায়। কিন্তু এখনো সেই আশার আলো এদেশে দেখা যাচ্ছে না যা তাওহীদবাদী মুসলিমরা চেয়েছিল দীর্ঘদিন ধরেই। কারণ দেশের অধিকাংশ জনগণই সঠিক ইসলাম বোঝে না, খিলাফতের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার সুফল বোঝা তো দূরের বিষয়। তারা শুধু বোঝে পশ্চিমাদের লোভনীয়-মরীচিকাময় বিষয়গুলো যা তাদের চোখের সামনে সব সময় দেখানো হয়। যেমন গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ইত্যাদি।

'বিচার দিবস' বইটি মূলত মানুষকে আখিরাত এর প্রতি চিন্তা-ভাবনা ও উত্তম প্রস্তুতির বিষয়ে উৎসাহিত করা সম্বন্ধে। যে চিরন্তন সত্য সম্পর্কে মানুষ সবচেয়ে বেশি গাফেল সেই বিষয়ের প্রতি জ্ঞানার্জনের জন্য যা জানা দরকার সে বিষয়গুলো নিয়েই মূলত আলোচনা করা হয়েছে এখানে। বইটি অনেক আগে লেখা হলেও ২০২৬ সালে প্রকাশ করার সুযোগ হয়।

- জিহাদুল ইসলাম

লেখক পরিচিতি

নাম মাহমুদ। ডাকনাম জুয়েল মাহমুদ, তাঁর স্বজনদের অনেকে তাকে সোহেল নামেও ডাকে এবং বাংলাদেশসহ ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলের মানুষই তাকে ''হাবীবুল্লাহ মাহমুদ'' নামে চেনে। পিতা আব্দুল ক্বদীর বিন আবুল হোসেন এবং জননী সাহারা বিনতে রিয়াজ উদ্দিন।

জন্মঃ তিনি ১৪১৬ হিজরীর জুমাদিউল আওয়াল মাসের ৬ তারিখ (ঈসায়ী ১৯৯৫ সালের ১লা অক্টোবর) রবিবার সকালে নাটোরের বাগাতিপাড়া উপজেলার পাঁকা ইউনিয়নের অন্তর্গত উত্তর গাঁওপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

পিতা-মাতার দিক থেকে কয়েক জন উর্ধ্বতন পুরুষের নামঃ

■ পিতার দিক হতে- আব্দুল ক্বদীর বিন আবুল হোসেন বিন আব্দুল গফুর বিন খাবীর বিন আব্দুল বাকী বিন মাওলানা নজির উদ্দিন আল-যোবায়েরী (রহঃ) বিন মোল্লা আব্দুছ ছাত্তার মুর্শিদাবাদী বিন শাইখ আবদে হাকিম ইউসুফী (রহিঃ)। যিনি ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের কিছু সংখ্যক মুসলিম যোদ্ধাদের নিয়ে 'বদরী কাফেলা' নামে একটি সংগঠন তৈরী করেন এবং তাঁর মাধ্যমে ইংরেজদের সাথে লড়াই করেন। অতঃপর ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে মার্চের ৩ তারিখে তিনি ইংরেজদের হাতে বন্দী হন এবং কলিকাতায় ইংরেজদের কারাগারে বন্দী থাকেন। পরিশেষে তিনি ইংরেজদের নির্যাতনের শিকার হয়ে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ২৮শে জুলাই বাদ আসর কারাগারে ইন্তেকাল করেন।[১]

■ মাতার দিক হতে- সাহারা বিনতে রিয়াজ উদ্দিন বিন ইব্রাহীম বিন কাসেম মোল্লা ওরফে কালু মোল্লা বিন বাহলুল বিন নূর উদ্দিন হেরা পাঠান, যিনি পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের অধিবাসী ছিলেন।

শিক্ষা জীবনঃ তিনি স্থানীয় সালিমপুর মালিগাছা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া-লেখা করেন। অতঃপর তাঁর নানার সহযোগিতায় স্থানীয় গাঁওপাড়া হাফেজিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং সেখান থেকে কুরআনের নাজরানা শেষ করে তিনি কিছু অংশ মুখস্থও করেন। অতঃপর বাঘা মাদরাসায় ভর্তি হয়ে সেখান থেকে তিনি ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

---

১. ভারতবর্ষের মুসলিমদের ইতিহাস (মুসলিম শাসন), লেখক: আব্দুল করিম মোতেম, (পৃষ্ঠা ৩০৬)।

ভূমিকা

"বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম"

ইন্নাল হামদালিল্লাহি নাহমাদুহু ওয়ানুছল্লি 'আলা রসূলিহিল কারীম। আম্মাবা'দ, যাবতীয় প্রসংসা মহান আল্লাহ তা'য়ালার জন্য যিনি আমাদের রব। ছলাত ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ ﷺ এর প্রতি যার আদর্শ মানা আর না মানার মধ্যেই রয়েছে জান্নাত ও জাহান্নামের ফয়সালা। অতঃপর মহান আল্লাহ তা'য়ালার অশেষ অনুগ্রহে "বিচার দিবস" গ্রন্থটি পাঠকদের নিকটে পাঠের উদ্দেশ্যে উপস্থিত করতে পেরেছি। যদিও গ্রন্থটি সম্পূর্ণ করতে অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে বন্দী জীবনে বন্দিত্ব অবস্থায় এটা আমার লেখা ৩য় তম গ্রন্থ। যা "সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ" বইটি লেখা সম্পূর্ণ করার পর লেখা শুরু করলেও হঠাৎ রমাদান মাস উপস্থিত হওয়ায় কিছু সাথী ভাইদের প্রস্তাব আসে যাকাত বন্টন সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ লেখার। ফলে মহান আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টির আশায় মুসলিম উম্মাহর উদ্দেশ্যে "আপনার যাকাতে যাদের হক রয়েছে" গ্রন্থটি খুব অল্প সময়েই সংক্ষেপে সম্পূর্ণ করি। অতঃপর আবার "বিচার দিবস" গ্রন্থখানা লেখা সম্পূর্ণ করার প্রতি মনোযোগী হই। উক্ত গ্রন্থটিতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি মানুষকে বিচার দিবস সম্পর্কে খুবই সহজে ধারণা দেয়ার। যা পাঠকদের জন্য একটি পাঠ উপযোগী গ্রন্থ বলেই বিবেচিত হবে, ইংশাআল্লাহ।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা উক্ত গ্রন্থটি পাঠকদের ভাবার্থ বুঝে পড়ার ও তদনুযায়ী আমল করার তাওফিক দান করুন, আমিন।

পরিশেষে, গ্রন্থটি লেখায় শব্দগত বা বানানগত কোন ভুল পাঠকদের নজরে পড়লে অবশ্যই তা পরবর্তী সংশোধনের জন্য অবগত করবেন। অতঃপর তা সংশোধনের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো, ইংশাআল্লাহ।

নিবেদক
হাবীবুল্লাহ মাহমুদ

يَوْمُ الدِّيْنِ

বিচার দিবস

يَوْم আরবী শব্দ যার অর্থ দিন বা দিবস। لَيْلَة (লাইলাতুন) অর্থ- রাত বা রজনী। এখানে يَوْم বলতে এক নির্দিষ্ট দিন বা দিবসকে বুঝানো হয়েছে। الدِّيْن অর্থ এখানে বিচার বা বিনিময় বুঝিয়েছে। যদিও الدِّيْن এর আরো কিছু অর্থ আছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা এই দ্বীনকে ভবিষ্যতের বিশেষ এক সময়কে বুঝিয়েছেন। আর এই দিবসটিতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর সকল বান্দাকে একত্রিত করবেন। সেটাই হলো আল্লাহর বান্দাগণের জন্য বিচার দিবস। সেই দিবসটিতে সকল কর্তৃত্ব একমাত্র মহান আল্লাহ তা'য়ালার। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٣﴾

তিনি অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা বিচার দিবসের মালিক। (সূরহ ফাতিহা, আ: ৩)

সেই দিবসটিতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দার ভালো-মন্দের বিনিময় দান করবেন। সকল বান্দাহকেই একত্রিত করে বিচার করবেন। অতঃপর যে দুনিয়া থেকে ভালো কর্ম করে উপস্থিত হবে, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে ভালো কাজের বিনিময় দান করবেন। আর যে মন্দ কর্ম করে উপস্থিত হবে, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে তার মন্দকর্মের বিনিময় দান করবেন। সেই দিন কারো প্রতিই কোন রকম যুলুম করা হবে না। আর মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ؕ وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا ؕ وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ ﴿٤٧﴾

আমি কিয়ামতের দিন ন্যায় বিচারের মানদন্ড স্থাপন করব। সুতরাং, কারো প্রতি জুলুম করা হবে না। যদি কোন আমল সরিষার দানা পরিমানও হয়, আমি উপস্থিত করব। এবং হিসাব গ্রহণের জন্য আমিই যথেষ্ট। (সূরহ আম্বিয়া, আ: ৪৭)

আর সেই দিবসটা এমন একটি দিবস, যেই দিবসে কেউ কারো জন্যই বিন্দু মাত্রও সাহায্য করতে পারবে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ﴿١٧﴾ ثُمَّ مَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ﴿١٨﴾ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ۗ وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ﴿١٩﴾

তুমি কি জান, বিচার দিবস কী? যেদিন কেউ কারো কোন উপকার করতে পারবে না এবং সেদিন সব কর্তৃত্ব হবে আল্লাহর। (সূরহ ইংফিতর, আ: ১৭-১৯)

সেই দিন কোন প্রিয় বন্ধুটিও তার প্রিয় বন্ধুর কোনই উপকার করতে পারবে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

يَوْمَ لَا يُغْنِيْ مَوْلًى عَنْ مَّوْلًى شَيْئًا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٤١﴾

সেদিন কোন বন্ধুই কোন বন্ধুর উপকারে আসবে না এবং তারা সাহায্য প্রাপ্তও হবে না। (সূরহ আদ দুখান, আ: ৪১)

সেই দিবসটি এতো কঠিন দিবস হবে যে, মানুষ তার পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তান, ভাই-বোনের নিকট থেকে পলায়ন করবে। এই কারণে যে, এই সকল স্বজনরা যেন তাদের কাছে এসে একথা বলতে না পারে যে, দুনিয়াতে আমাদের জন্য তো অনেক কষ্ট করেছো, অনেক শ্রম দিয়েছো। আমাদেরকে কোন প্রকার কষ্ট পেতে দেখলে, সেই কষ্ট আমাদের থেকে দূর করার জন্য হাসি-মুখে নিজে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছো। আজকে আমরা এখানে কঠিন বিপদগ্রস্ত, আমাদের কোন সাহায্যকারী নেই। কাজেই তোমাদের নেক আমলনামা হতে আমাদেরকে কিছু আমলনামা দাও যেন আমরা এই কঠিন বিপদ থেকে নাজাত পাই। আবার পিতা-মাতা তাদের সন্তানকে বলবে- আমরা তো তোমার পিতা-মাতা তোমার শিশুকাল থেকেই আমরা তোমাকে অনেক আদর-যত্ন করেছি। আমরা নিজেরা পছন্দের খাদ্য না খেয়ে তোমাকে তোমার পছন্দের খাদ্য খাইয়েছি। আমরা নিজেরা ফাটা-ছেঁড়া পোশাক পড়ে থেকে কষ্টের টাকা দিয়ে তোমার জন্য ভালো ভালো পোশাক কিনেছি। নিজেদের অসুস্থতার চিকিৎসার টাকা দিয়ে নিজেদের চিকিৎসা ও ঔষধ ক্রয় না করে সেই অর্থ দিয়ে তোমার নানা আবদার পূর্ণ করেছি। আমরা তোমার সেই পিতা-মাতা, যারা দুনিয়াতে তোমাকে তোমার একটু মাথা ব্যথা পেতে দেখলেও নিজেদের খানা-পিনা ছেড়ে দিয়ে কিভাবে তোমাকে সুস্থ করা যায়, সেই চিন্তায় অস্থির থেকেছি। তোমার পেটের সুস্বাদু খাদ্য, শরীরে নতুন পোশাক আর তোমার নানাবিধ চাহিদা পূরণের অর্থ জোগান দিতে গিয়ে

নিজেরা আল্লাহর ইবাদাত হতে গাফেল হয়েছিলাম। কাজেই আজকে এখানে আমরা কঠিন বিপদগ্রস্ত। আমাদের কোন সাহায্যকারী নেই। তোমার নেক আমল হতে আমাদেরকে কিছু নেক আমল দাও। যেন আমরা এই কঠিন বিপদ হতে নাজাত পাই। অনুরূপ স্ত্রী বলবে, আমি দুনিয়াতে ছিলাম তোমার সন্তান ও সংসারের পাহারাদার। সময় মত তাদের খাদ্য, তাদের সকল চাওয়া পাওয়া এবং তোমার সংসার দেখা-শোনা করতে গিয়ে আমি আল্লাহর ইবাদাত হতে গাফেল হয়েছিলাম। কাজেই এখন এখানে আমি কঠিন বিপদগ্রস্ত। আমার কোন সাহায্যকারী নেই। তুমি তোমার নেক আমল হতে আমাকে কিছু নেক আমল দাও। যেন আমি আজকের এই বিপদ থেকে নাজাত পাই। সেই দিন মানুষ এসকল স্বজনদের বিভিন্ন আবদার শোনা থেকে বাঁচার জন্য এ সকল স্বজনদের নিকট হতে পলায়ন করবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ﴿٣٤﴾ وَ اُمِّهٖ وَ اَبِيْهِ ﴿٣٥﴾ وَ صَاحِبَتِهٖ وَ بَنِيْهِ ﴿٣٦﴾ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ ﴿٣٧﴾

সেই দিন মানুষ পলায়ন করিবে তার ভাই হতে, তার মাতা, তার পিতা হতে, তার স্ত্রী ও তার সন্তান হতে। সেইদিন তাদের প্রত্যেকের হবে এমন গুরুতর অবস্থা যা তাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত রাখবে। (সূরহ আবাছা, আ: ৩৪-৩৭)

সেই দিবসটি এমন এক দিবস যেই দিবসে মানুষ নিজে বাঁচার জন্য তার সকল কিছু মুক্তিপণ হিসেবে মহান আল্লাহ তা'য়ালাকে দিতে চাইবে। কিন্তু সেই দিন তার কোন প্রকার বিনিময় মহান আল্লাহর নিকট গৃহীত হবে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَ اتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّ لَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٤٨﴾

তোমরা সেই দিবসকে ভয় কর, যে দিবসে কেহ কারও কোন কাজে আসবে না। কারও সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না। কারও নিকট হতে বিনিময় গৃহীত হবে না। এবং তারা কোন প্রকার সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না। (সূরহ বাক্বরহ, আ: ৪৮)

সেই দিনটি এমন একটি কঠিন দিন, যেই দিনটিতে পিতা তার পুত্রের কোন

উপকার করতে পারবে না। আর পুত্রও তার পিতার কোন প্রকার উপকার করতে পারবে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِىْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ وَلَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْئًا ۭ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۪ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ﴿৩৩﴾

হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো এবং ভয় করো এমন এক দিবস কে, যখন পিতা পুত্রের কোন কাজে আসবে না এবং পুত্রও তার পিতার কোন উপকার করতে পারবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহর ওয়াদা সত্য। অতএব, পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকা না দেয় এবং আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারক শয়তানও যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে। (সূরহ লুকমান, আ: ৩৩)

সেই দিনটির অবস্থা এমন যে, গোনাহগার মানুষ সেই দিন বাঁচার জন্য, তার সকল কিছু এমন কি স্ত্রী-সন্তান, আত্মীয় স্বজন কেও মুক্তিপণ হিসেবে দিতে চাইবে। কিন্তু কোন কিছুই তার মুক্তিপণ হিসেবে গ্রহণ হবে না। আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা পাবার তার কোন উপায় থাকবে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَلَا يَسْـَٔلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا ﴿১০﴾ يُّبَصَّرُوْنَهُمْ ۭ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِىْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِىِٕذٍۢ بِبَنِيْهِ ﴿১১﴾ وَصَاحِبَتِهٖ وَاَخِيْهِ ﴿১২﴾ وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِىْ تُـْٔوِيْهِ ﴿১৩﴾ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۙ ثُمَّ يُنْجِيْهِ ﴿১৪﴾ كَلَّا ۭ اِنَّهَا لَظٰى ﴿১৫﴾

সেই দিন বন্ধু বন্ধুর খবর নিবে না। যদিও তারা একে অপরকে দেখতে পাবে। সেই দিন গোনাহগার ব্যক্তি মুক্তিপণ স্বরূপ দিতে চাইবে তার সন্তান-সন্ততিকে, তার স্ত্রীকে, তার ভাইকে, তার গোষ্ঠীকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত এবং পৃথিবীর সব কিছুকে অতঃপর নিজেকে রক্ষা করতে চাইবে। কিন্তু তারা রক্ষা পাবে না। নিশ্চয় এটা লেলিহান অগ্নি। (সূরহ মা'আরিজ, আ: ১০-১৫)

সেই বিচার দিবসে মানুষ তার কোন কিছুই মহান আল্লাহর নিকট হতে লুকাতে পারবে না। তাদের ভালো-মন্দের আমলনামায় একটি কিতাব তাদের কাছে দিয়ে পাঠ করতে দেওয়া হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰۗىِٕرَهٗ فِيْ عُنُقِهٖ ۭ وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰىهُ مَنْشُوْرًا ﴿১৩﴾ اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ۭ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ﴿১৪﴾

আমি প্রত্যেক মানুষের কর্মকে তার গ্রীবালগ্ন করে রেখেছি। কিয়ামতের দিন বের করে দেখাব তাকে একটি কিতাব, যা সে খোলা অবস্থায় পাবে। পাঠ কর তুমি তোমার আমলনামা, আজ তোমার হিসাব গ্রহণের জন্য তুমিই যথেষ্ঠ। (সূরহ বানী ইসরাঈল, আ: ১৩-১৪)

সেই দিন মানুষ নিজের আমলনামার কিতাবটি নিজেই পাঠ করে অবাক হয়ে চিন্তা করবে। এটা এত নিখুঁত কিতাব যাতে আমার ছোট-বড় ভালো-মন্দ কোন কিছুই বাদ পড়েনি। এমন কি যেইগুলো আমার মনে ছিলো না, এই কিতাবে সেগুলোও উল্লেখ রয়েছে। এতদসত্ত্বেও কিছু কিছু পাপিষ্ট ব্যক্তি মিথ্যা বলবে, তার পাপকর্মকে অস্বীকার করতে চাইবে। কিন্তু মহান আল্লাহ তা'য়ালা তার কান, চক্ষু, ত্বককে কথা বলার শক্তি দান করবেন। ফলে এ সকল কিছুর সেই দিন বাকশক্তি পেয়ে সেই পাপিষ্টদেরই বিপক্ষে সাক্ষী দেবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

حَتّٰٓى اِذَا مَا جَآءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوْٓا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِيْٓ اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَّهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢١﴾ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَآ اَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٢﴾

তারা যখন জাহান্নামের কাছে পৌঁছাবে, তখন তাদের কান, চক্ষু, ত্বক তাদের কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। তারা তাদের ত্বককে বলবে, তোমরা আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলে কেন? তারা বলবে, যে আল্লাহ সব কিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনি আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনিই তোমাদেরকে প্রথম বার সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। তোমাদের কান, তোমাদের চক্ষু এবং তোমাদের ত্বক তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে না এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তোমরা তাদের কাছে কিছু গোপন করতে না। তবে তোমাদের ধারণা ছিল যে, তোমরা যা কর, তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না। (সূরহ হা-মীম আস সাজদাহ, আ: ২০-২২)

সেই দিবসটিতেই আমাদেরকে দুনিয়ার আমলনামার বিনিময় দেওয়া হবে। কোন বান্দা যদি দুনিয়া থেকে মহান আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি দৃঢ় ঈমান ও সৎকর্ম নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়। তবে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে অনন্তকালের জন্য দান করবেন সুখময় উদ্যান। মহা পুরস্কার জান্নাত। আর কোন বান্দাহ

যদি মহান আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর হুকুমের প্রতি কুফুরি ও অসৎকর্ম নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়, তবে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে নিক্ষেপ করবেন অতিকষ্টের স্থান মহা বিপদজনক উত্তপ্ত অগ্নি খনি জাহান্নামে। কারণ পরম দয়ালু মহা মহিমাময় মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাহকে সৃষ্টিই করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য।

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য

প্রত্যেকটি বস্তু তৈরির পেছনেই থাকে তৈরিকারকের কোন এক লক্ষ্য উদ্দেশ্য। যেমন আমরা যখন আমাদের নিজেদের জন্য কোন ঘর-বাড়ি নির্মাণ করি। তার পেছনে রাখি একটি উদ্দেশ্য যে- এই ঘরে আমরা বসবাস করব। এমন ভাবে আমরা প্রত্যেক জিনিস তৈরিতেই কোন না কোন এক উদ্দেশ্য রাখি। তেমনি ভাবে মহান আল্লাহ তা'য়ালাও দুনিয়ার কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করেননি। সকল সৃষ্টির পিছনেই রয়েছে কারণ। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ﴿٥٦﴾

আমি সৃষ্টি করেছি জ্বীন এবং মানুষকে এই জন্য যে তারা আমারই ইবাদত করবে। (সূরহ জারিয়াত, আ: ৫৬)

এখানে মহান আল্লাহ তা'য়ালা সুস্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন জ্বীন ও মানুষ সৃষ্টির কারণ। যেহেতু আমাদের এই অধ্যায়ের আলোচনা জ্বীন নয়, মানুষ; সেহেতু মানুষ সম্পর্কিত আলোচনাই উল্লেখ করছি। উক্ত আয়াতে ৩টি বিষয় উল্লেখ রয়েছে।

১। স্রষ্টা অর্থাৎ যিনি সৃষ্টি করেছেন; ২। সৃষ্টি অর্থাৎ যাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে; ৩। সৃষ্টির কারণ অর্থাৎ যে কারণে স্রষ্টা সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির কারণ ও যাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে এগুলো জানার আগেই। যিনি সৃষ্টি করেছেন সেই স্রষ্টাকে স্রষ্টা জানা অতীব জরুরী।

স্রষ্টা কে ও স্রষ্টার ক্ষমতা সঠিক ভাবে জানার জন্য বা জানার উপলব্ধি করার জন্য সর্বপ্রথম মহান আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টিকে স্রষ্টার ক্ষমতা সম্পর্কে জানার জন্য আদেশ দিয়ে বলেন,

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ﴿٣﴾

পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন; সৃষ্টি করিয়াছেন মানুষকে আলাক হইতে। পাঠ কর; আর তোমার প্রতিপালক মহিমান্বিত। (সূরহ আলাক, আ: ১-৩)

অতএব সৃষ্টি, স্রষ্টাকে বা স্রষ্টার ক্ষমতা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা প্রত্যেক আদম সন্তানের জন্য ফরজ। যে ব্যক্তি সৃষ্টি সম্পর্কে অধিক অবগত হবে সেই ব্যক্তি স্রষ্টাকে অধিক ভয় করবে। আর সেই ব্যক্তির দ্বারাই স্রষ্টার সঠিক ভাবে গোলামী করা অধিক সম্ভব।

হযরত আলী (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি চাই না যে, বড় হয়ে আল্লাহর সমন্ধে জ্ঞান হাসিলের আগে, শৈশবেই আমি ইন্তেকাল করে জান্নাতে চলে যাই, কারণ মানুষের মধ্যে যে ব্যক্তি সব চাইতে বেশি আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান রাখে, সেই সব চাইতে বেশি আল্লাহকে ভয় করে, সব চাইতে অধিক ইবাদত করে এবং সে ব্যক্তিই আল্লাহর রাস্তায় সব চাইতে বেশি চলতে সক্ষম। (মিনহাজুল আবেদীন, ইমাম গাজ্জালী (রহি:), পৃ: ১৩)

ইমাম গাজ্জালী (রহি:) উল্লেখ করেন, আল্লাহ রব্বুল আলামীন হযরত দাউদ (আ:) এর উপর ওয়াহী নাযিল করে বললেন,

أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ :يَا دَاوُدُ، تَعَلَّمِ الْعِلْمَ النَّافِعَ .قَالَ: يَا رَبِّ، وَمَا الْعِلْمُ النَّافِعُ؟ قَالَ: أَنْ تَعْرِفَ عَظَمَتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَائِي وَقُدْرَتِي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُقَرِّبُكَ إِلَيَّ.

হে দাউদ! উপকারী ইলম হাসিল কর। হযরত দাউদ (আ:) আরয করলেন, হে মহান রব! উপকারী ইলম কোনটি? জওয়াবে বলা হলো আমার ঐশ্বর্য, মহত্ব, আমার উদারতা এবং সকল বিষয়ের উপরই যে আমার শক্তি আছে এ কথা উপলব্ধি করা। কেননা, এসব বিষয়ই তোমাকে আমার নৈকট্য লাভে সহায়তা করবে। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃ: ১৩)

হে পাঠক! এতক্ষণ যেই স্রষ্টাকে জানার তাগিদ দিয়ে আলোচনা করলাম, তিনিই হলেন মহান আল্লাহ তা'য়ালা! সকল সৃষ্টির স্রষ্টা। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۲۴﴾

তিনিই আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপ দাতা, তাহারই সকল উত্তম

নাম। আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সমস্তই তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরহ হাশর, আ: ২৪)

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন,

ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٦﴾ الَّذِيْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ وَ بَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ﴿٧﴾

তিনিই অদৃশ্য ও দৃশ্য সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত, পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। যিনি তাঁহার প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সৃষ্টি করিয়াছেন উত্তমরূপে, এবং কাদা মাটি হইতে মানুষ সৃষ্টির সূচনা করিয়াছেন। (সূরহ সাজদা, আ: ৬-৭)

কাজেই সর্বপ্রথম আমাদের জানতে হবে যিনি সকল সৃষ্টির একমাত্র স্রষ্টা, সেই মহান আল্লাহ তা'য়ালার পরিচয়।

সৃষ্টির স্রষ্টা মহান আল্লাহ তা'য়ালার পরিচয়

মহান আল্লাহ তা'য়ালা একক-অদ্বিতীয়, তাঁহার কোন অংশীদার নাই। কোন স্ত্রী-সন্তান গ্রহণ করেন নি এবং তাঁহার কোন পিতা-মাতাও নাই। আর তাঁর তুলনা একমাত্র তিনিই।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴿١﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُوْلَدْ ﴿٣﴾ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ﴿٤﴾

বল, তিনিই আল্লাহ এক-অদ্বিতীয়, আল্লাহ কাহারও মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁহার মুখাপেক্ষী। তিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই এবং তাঁহাকে জন্ম দেওয়া হয় নাই এবং তাঁহার সমতুল্য কেহই নাই। (সূরহ ইখলাছ, আ: ১-৪)

আল্লাহ তা'য়ালা এমন যিনি ঘুমান না, কোন নিন্দ্রা-তন্দ্রা এবং ক্লান্তি তাঁকে স্পর্শও করতে পারে না। আসমান-জমিনের সকল কিছু তিনি অবগত। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ ۚ وَ لَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ ۚ وَ لَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴿٢٥٥﴾

আল্লাহ, তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, তিনি আপন সত্তায় প্রতিষ্ঠিত, সকল কিছুর ধারক, তাঁকে স্পর্শ করে না তন্দ্রা আর না নিদ্রা, যা কিছু আছে আসমানে আর যা কিছু যমীনে সবই তাঁর; সে কে, যে তাঁহার অনুমতি ব্যতীত তাহার নিকট সুপারিশ করিবে? তাহাদের সম্মুখে ও পেছনে যাহা কিছু আছে তাহা তিনি অবগত। যাহা তিনি ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত তাঁহার জ্ঞানের কিছুই তাহারা আয়ত্ত করিতে পারে না। তাঁহার কুরসী আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যপ্ত। ইহাদের রক্ষনাবেক্ষণ তাঁহাকে ক্লান্ত করে না। আর তিনি মহান শ্রেষ্ঠ। (সূরহ বাকারহ, আ: ২৫৫)

বি: দ্র: কোন মানুষের বিশেষ কিছুকে কেন্দ্র করে তাঁর উপাধী চিরঞ্জীব রাখা শিরক। কেননা, চিরঞ্জীব মহান আল্লাহ তা'য়ালার বিশেষ গুণ বা গুণবাচক নাম।

একমাত্র মহান আল্লাহ তা'য়ালাই আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের প্রয়োজনীয় সকল কিছু আমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন। যা আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতীত কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। দুনিয়ার কোন ইলাহ রূপ নেতা বা মানুষের তৈরি কোন দেব-দেবীর পক্ষে সম্ভব না। এবং তিনি আমাদেরকে যেমন প্রথমে সৃষ্টি করেছেন, তেমনি আবার বিচারের দিবসেও আমাদের পূর্ণ অস্তিত্ব দিয়ে উত্থান করতে পারবেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

اَللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿١١﴾

আল্লাহ আদিতে সৃষ্টি করেন, তারপর তিনি তার পুনরাবৃত্তি করবেন। অতঃপর তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে। (সূরহ রুম, আ: ১১)

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন,

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ شَيْءٍ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٤٠﴾

আল্লাহ তিনি, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি তোমাদের রিযিক দিয়েছেন, তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যু দেবেন। তারপর তিনি তোমাদের জীবিত করবেন। তোমাদের ইলাহদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে এসবের একটিও করতে পারে? তারা যে শিরক করে, তা থেকে আল্লাহ অতি পবিত্র, অতি মহান। (সূরহ রুম, আ: ৪০)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

اَللّٰهُ الَّذِیْ یُرْسِلُ الرِّیٰحَ فَتُثِیْرُ سَحَابًا فَیَبْسُطُهٗ فِی السَّمَآءِ كَیْفَ یَشَآءُ وَ یَجْعَلُهٗ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ یَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ فَاِذَاۤ اَصَابَ بِهٖ مَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖۤ اِذَا هُمْ یَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿۴۸﴾

আল্লাহ তিনি, যিনি বায়ু প্রেরণ করেন, ফলে তা মেঘমালা সঞ্চালিত করে, তারপর তিনি তাকে যেমন ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন এবং তাকে খন্ড বিখন্ড করেন। সুতরাং তুমি দেখতে পাও তা থেকে বারিধারা নির্গত হয়। এরপর যখন তিনি তাঁর বান্দাহদের মাঝে যাদের কাছে চান, তা পৌঁছে দেন, তখন তারা আনন্দিত হয়। (সূরহ রুম, আ: ৪৮)

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন,

اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّ شَیْبَةً ؕ یَخْلُقُ مَا یَشَآءُ ۚ وَ هُوَ الْعَلِیْمُ الْقَدِیْرُ ﴿۵۴﴾

আল্লাহ তিনি, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন দুর্বল অবস্থায়, তারপর দুর্বলতার পরে তিনি শক্তিদান করেন, এরপর শক্তিদান করার পরে দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি সৃষ্টি করেন যা কিছু তিনি ইচ্ছে করেন, আর তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। (সূরহ রুম, আ: ৫৪)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা এমন, যিনি বান্দার প্রতি অতি দয়ালু, আর তিনি বোঝেন বান্দাহর প্রয়োজনীয়তা কাজেই তিনি বান্দার আরামের জন্য রাতকে সৃষ্টি করেছেন, যা অন্ধকার এবং আমাদের জন্য খুবই আরামদায়ক। আর দিনকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা আলোকোজ্জ্বল করে সৃষ্টি করেছেন, যেন আমরা দিনে আমাদের সকল প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদন করতে পারি। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

اَللّٰهُ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الَّیْلَ لِتَسْكُنُوْا فِیْهِ وَ النَّهَارَ مُبْصِرًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَشْكُرُوْنَ ﴿۶۱﴾

আল্লাহ তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের আরামের জন্য রাতকে এবং দিনকে করেছেন আলোকোজ্জ্বল। নিশ্চয় আল্লাহ অতিশয় অনুগ্রহশীল মানুষের প্রতি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। (সূরহ মু'মিন, আ: ৬১)

হে পাঠক! একটি বার চিন্তা করে দেখুন মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাহর জন্য কত অনুগ্রহশীল। যদি মহান আল্লাহ তা'য়ালা তার সৃষ্টি সূর্যকে একবার

নিষেধ করে দেয়। হে সূর্য তুমি উদয় হবে না। অথবা যদি রাতকে বলে দেন, হে রাত তুমি স্থির থাক। তবে ভেবে দেখুন আমাদের অবস্থাটা কি দাঁড়াতে পারে। কাজেই মহান আল্লাহ তা'য়ালার চেয়ে অধিক অনুগ্রহশীল কে হতে পারে। আল্লাহু আকবার।

আল্লাহ তা'য়ালা এমন যে, তিনি আমাদের জন্য জমিনকে বসবাসের উপযোগী করেছেন। অনুরূপভাবে আমাদের জন্য তিনি আসমানকে ছাদ স্বরূপ করে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

اَللّٰهُ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّ السَّمَآءَ بِنَآءً وَّ صَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَ رَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّیِّبٰتِ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۶۴﴾

আল্লাহ তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য জমিন বাসোপযোগী করে আর আসমানকে ছাদ স্বরূপ এবং তিনি তোমাদের আকৃতি দান করেছেন, পরে সুন্দর করেছেন তোমাদের আকৃতি এবং তোমাদের রিযিক দিয়েছেন উত্তম বস্তু থেকে। তিনিই তোমাদের রব। সুতরাং অতি মহান আল্লাহ, প্রতিপালক সারা জাহানের। (সূরহ মু'মিন, আ: ৬৪)

একটি বার চিন্তা করে দেখেছেন, আল্লাহ ছাড়া আসমান জমিনে আর এমন কোন ইলাহ আছে কী যে কোন খুটি ছাড়াই এতো বিশাল একটি ছাদ তৈরি করতে সক্ষম হবে? কক্ষনই সম্ভব না, যেখানে মানুষ সাধারণ একটি কুঠুরি তৈরি করেছে ৮/১০ টি খুটি ব্যবহার করে। আর সৃষ্টির স্রষ্টা পরাক্রমশালী আল্লাহ এই বিশাল আসমান তৈরি করেছেন, অথচ তাকে দৃঢ় রাখার জন্য দৃশ্যমান কোন খুটির প্রয়োজন হয়নি। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ এমন যে, তিনি আমাদের সকল প্রকার উত্তম ব্যবস্থা করে রেখেছেন; তিনি আমাদের রিযিক হিসেবে বিভিন্ন ফলমূল তৈরি করেছেন, আমাদের জন্য তিনি সমুদ্র ও নদী-নালা তৈরি করেছেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِیَ فِی الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ ﴿۳۲﴾ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ دَآئِبَیْنِ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الَّیْلَ وَ النَّهَارَ ﴿۳۳﴾ وَ اٰتٰىكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ وَ اِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ﴿۳۴﴾

আল্লাহ তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও জমিন এবং যিনি পানি বর্ষণ করেন আসমান থেকে, ফলে তা দিয়ে তিনি তোমাদের জীবিকার জন্য

ফলমূল উৎপাদন করেন, আর তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করে দিয়েছেন নৌযানকে যাতে তাঁর আদেশে তা সমুদ্রে বিচরণ করে এবং তিনি কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন তোমাদের জন্য নদ-নদীকে। আর তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে, যারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী এবং তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত ও দিনকে। আর তিনি তোমাদের দিয়েছেন তোমরা যা কিছু তার কাছে চেয়েছ, তা থেকে। যদি তোমরা আল্লাহর নিয়ামাত গণনা করো, তবে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। মানুষ তো অতিমাত্রায় সীমালংঘনকারী, অকৃতজ্ঞ। (সূরহ ইবরাহীম, আ: ৩২-৩৪)

সত্যই মহান আল্লাহ তা'য়ালার নিয়ামাত গণনা করে তার সংখ্যা নির্ণয় করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। তিনি তার সমস্ত সৃষ্টির প্রয়োজনে বিশেষ করে মানুষের জন্য এমন কোন প্রয়োজনীয় জিনিস নেই যা মহান আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টি করেননি। তা আমাদের জানার মধ্যে রয়েছে এবং অজানাও রয়েছে। হে পাঠক! সমস্ত কুরআনটাই মহান আল্লাহ তা'য়ালার পরিচয় বহন করে। কুরআনের ভাষা ও ভারত্ব এবং কুরআনের বৈজ্ঞানিক আলোচনা থেকেই বোঝা যায়, সর্বশক্তিমান ও পরাক্রমশালী মহান আল্লাহর পরিচয়। কাজেই আমি মহান আল্লাহ তা'য়ালার পরিচয় দিতে কুরআনের কিছু আয়াত উল্লেখ করেছি মাত্র।

ইমরান বিন হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন-

كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَىْءٌ غَيْرُهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ، وَكَتَبَ فِى الذِّكْرِ كُلَّ شَىْءٍ وَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ

আদিতে একমাত্র আল্লাহ-ই ছিলেন। তিনি ছাড়া আর কিছুই ছিলনা। তাঁর আরশ ছিল পানির উপর। তারপর তিনি প্রত্যেক জিনিষ লাওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ করলেন এবং তিনি আসমান ও যমিন সৃষ্টি করলেন। (বুখারী, হাদীছ নং ৩১৯১)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ "إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَنَامُ وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ يُرْفَعُ إِلَيْهِ

عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ حِجَابُهُ النُّورُ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ النَّارُ لَوْ كَشَفَهُ لأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ".

আবূ বকর ইবনু আবূ শাইবাহ ও আবূ কুরায়ব (রহঃ) ..... আবূ মূসা (রাঃ) বলেন, একবার রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে পাঁচটি কথা বললেনঃ (১) আল্লাহ কখনো নিদ্রা যান না। (২) নিদ্রিত হওয়া তার সাজেও না। (৩) তিনি তাঁর ইচ্ছানুসারে মীযান (দাড়িপাল্লা) নামান এবং উত্তোলন করেন। (৪) দিনের পূর্বেই রাতের সকল আমল তার কাছে পেশ করা হয়। রাতের পূর্বেই দিনের সকল আমল তার কাছে পেশ করা হয়। (৫) তিনি নূরের পর্দায় আচ্ছাদিত। আবূ বকর (রাঃ)-এর আরেক বর্ণনায় النُّورُ (আলো) এর পরিবর্তে النَّارُ (আগুন) শব্দের উল্লেখ রয়েছে। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যদি সে আবরণ খুলে দেয়া হয়, তবে তার নূরের আলোচ্ছটা সৃষ্টি জগতের দৃশ্যমান সব কিছু ভস্ম করে দিবে। (মুসলিম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন নং ৩৪২)

عن أُبَيِّ بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا: يا محمد، انسب لنا ربك، فأنزل الله تعالى: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إلى آخرها

উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন যে, মুশরিকরা নাবী ﷺ কে বললো, হে মুহাম্মাদ ﷺ, আমাদের সামনে তোমার আল্লাহর গুনাগুণ বর্ণনা কর। তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা ইখলাস সূরাটি শেষ পর্যন্ত অবতীর্ণ করেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা ইখলাসের আলোচনায়, পৃ: ৩১১; মুসনাদে আহমাদ ৫/১৩৩)

পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ তায়ালা মুশরিকদের প্রশ্নের উত্তর নাবী ﷺ কে শিখিয়ে দিয়ে বলেন, "বল, তিনি আল্লাহ, এক ও অদ্বিতীয়, আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন। বরং সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী; তিনি কাউকেও জন্ম দেন নাই এবং তাকেও জন্ম দেওয়া হয় নাই এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। (সূরা ইখলাস, আঃ ১-৪)

◘ মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার সুন্দর নাম সমূহের মধ্যে থেকে বাছাই করা ৯৯ নামসমূহ যা আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরে:

১। الله (আল্লাহ্)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, ''আল্লাহ্ ব্যতীত সত্য কোন ইলাহ্ নেই'' (সূরা আলে ইমরান, আঃ ০২)। 'ইলাহ্' অর্থ বিধানদাতা। অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া সত্য আর কোন বিধানদাতা নেই। কাজেই আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত সংবিধান তথা মানুষের সার্বিক জীবন পরিচালনার একমাত্র জীবন ব্যবস্থা হলো ইসলাম। তা ব্যতীত অন্য কোন সংবিধান বা জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করা শিরক।

২। الرحمن (আর রহমান - দয়াময়)

৩। الرَّحِيم (আর রহীম - অতি দয়ালু)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, যিনি দয়াময় ও অতি দয়ালু (সূরা ফাতিহা, আ: ০২)। মহান আল্লাহ তা'য়ালার রহমান গুণ দ্বারাই বিনা কষ্টে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, পাপী, পুণ্যবান নির্বিশেষে সকল জীব মাত্রই যে দয়া পায় তা হলো- পানি, বায়ু, সূর্যকিরণ ইত্যাদি। আর মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার রহীম গুণ দ্বারা পরিশ্রমের বিনিময়ে জীব মাত্রই যে দয়া পায় তা হলো- ক্ষেতের ফসল, প্রাণীর আহার, চারণভূমি, আত্মার বিকাশ ইত্যাদি।

৪। الملك (আল মালিক - সর্বকর্তৃত্বময়, অধিপতি, মালিক)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, (আল্লাহ্) বিচার দিবসের মালিক। (সূরা ফাতিহা, আঃ ৩)

আল্লাহ্ বিচার দিবসের একমাত্র মালিক। তিনি তার বান্দাদের ভালো-মন্দ তথা সত্য-মিথ্যা বোঝার জ্ঞান দিয়ে পৃথিবীতে জীবনযাপন করার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আর তাদের প্রয়োজনে যেন পৃথিবীতে জীবন পরিচালনা করতে কোন বাঁধাপ্রাপ্ত না হয় সেজন্য আল্লাহ্ তা'য়ালা পৃথিবীতে অসংখ্য অগণিত নিয়ামত দান করে রেখেছেন। তারপরেও যেই সকল অকৃতজ্ঞ বান্দারা কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করে পাপাচারে লিপ্ত থাকবে তাদের শাস্তি স্বরূপ জাহান্নামে দেয়ার জন্য আর যারা আল্লাহর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে ঈমান ও সৎকর্ম করে মৃত্যুবরণ করবে তাদেরকে পুরষ্কার স্বরূপ জান্নাত

প্রদান করার জন্য আল্লাহ তা'য়ালার একটি দিবস। আর মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা সেই বিচার দিবসেরই মালিক।

৫। القدوس (আল কুদ্দুস - অতিপবিত্র)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- তিনি আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত সত্য কোন ইলাহ্ নেই। তিনিই অধিপতি। তিনিই কুদ্দুস। (সূরা হাশর, আঃ ২৩) মহান আল্লাহ তা'য়ালা আল-কুদ্দুস তথা অতি পবিত্র। আল্লাহ্ তা'য়ালার ব্যাপারে কোন কিছু অনুধাবন করা গোনাহের কাজ হবে। কেননা ভুল অনুধাবনের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি কোন মিথ্যা আরোপ হতে পারে। অথচ মহান আল্লাহ্ সকল মিথ্যা বিষয় থেকে অতিপবিত্র।

৬। السلام (আস-সালাম - তিনিই শান্তি)

৭। المؤمن (আল-মুমিন - তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক)

৮। المهيمن (আল-মুহাইমিন - তিনিই রক্ষক)

৯। العزيز (আল আ'জীজ - তিনি পরাক্রমশালী)

১০। الجبار (আল জ্বাব্বার তিনি প্রবল)

১১। المتكبر (আল মুতাকাব্বির - তিনি অতি মহিমান্বিত)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতি মহিমান্বিত। (সূরা হাশর, আঃ ২৩)

১২। الخالك (আল খালিক - আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা)

১৩। البارئ (আল-বারি - আল্লাহ্ উদ্ভাবনকর্তা)

১৪। المصور (আল-মুছাউয়িরু - আল্লাহ্ রূপদাতা)
আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, তিনিই আল্লাহ্ সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপ দাতা, তারই সকল উত্তম নাম। (সূরা হাশর, আঃ ২৪) অর্থাৎ, মহান আল্লাহ্ তা'য়ালাই সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনিই সকল কিছুর উদ্ভাবনকর্তা এবং তিনিই সকল কিছুর রূপদাতা, তিনি ব্যতীত ঐ সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী আর কেউ থাকতে পারে এমন বিশ্বাস অন্তরে রাখা শিরক।

১৫। الْغَفُور (আল গফুর - অতি ক্ষমাশীল)

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল। (সূরা নিসা, আ: ৪৩) অর্থাৎ, বান্দা যত বড় অপরাধই করুক না কেন যদি সে বান্দা অপরাধ কিঞ্চিৎ বুঝার পর পরই আল্লাহর নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করে তবে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করেন। কারণ আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল।

১৬। القهار (আল ক্বহ্হার - পরাক্রমশালী)

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, যেদিন মানুষ বের হয়ে পড়বে (তাদের কবর থেকে) সেদিন আল্লাহর নিকট তাদের কিছূই গোপন থাকবে না। (আল্লাহ্ তা'য়ালা জিজ্ঞেস করবেন) আজ কর্তৃত্ব কার? আল্লাহরই। যিনি এক পরাক্রমশালী। (সূরা মুমিন, আঃ ১৬)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'য়ালা বিচার দিবসে অবিশ্বাসী, অকৃতজ্ঞ বান্দাদের উপর "ক্বহ্হার' গুণ দ্বারা ফয়সালা করবেন। এ কারণে যে তারা দুনিয়ায় অকৃতজ্ঞ ছিলো।

১৭। الوهاب (আল ওয়াহ্হাব - মহাদাতা)

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, (তারা বলে) হে আমার প্রতিপালক, সরলপথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য লঙ্ঘনপ্রবণ করিও না এবং তোমার নিকট হতে আমাদের করুণা দাও, নিশ্চয়ই তুমি মহাদাতা। (সূরা আলে ইমরান, আ: ০৮)

অর্থাৎ, বান্দার কোন কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হলে মহাদাতা আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকটেই চাইতে হবে, অন্য কারো কাছে নয়। তবে এমন কিছু জিনিস যা পরস্পরের কাছেই পাওয়া যায়। যেমন- টাকা-পয়সা, চাল-ডাল, গাড়ি-ঘোড়া, ঘর-বাড়ি ও জামা-কাপড় ইত্যাদি। অবশ্যই উত্তম হবে ঐ জিনিসগুলো প্রথমে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকট প্রার্থনা করা। অতঃপর এমন মানুষের কাছে যার কাছ থেকে চাইলে তা পাওয়া যাবে। এতে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা তার জন্য সেই জিনিসগুলো পাওয়া সহজ করে দিবেন। আর ঐ সকল জিনিস ব্যতীত যা সরাসরি আল্লাহর হাতে থেকেই প্রদান করেন তা অন্য কারো নিকট প্রার্থনা করা শিরক। যেমন- সন্তান প্রার্থনা করা, পুত্র-কন্যা সন্তান প্রার্থনা করা, সুস্থতা প্রার্থনা করা, বিপদ দূর করার প্রার্থনা করা, হিদায়াত প্রার্থনা করা ইত্যাদি।

১৮। الرزاق (আর রজ্জাক - রিযিকদাতা)

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, আল্লাহই তো রিযিক দান করেন এবং তিনি প্রবল পরাক্রান্ত। (সূরা যারিয়াত, আঃ ৫৮) অর্থাৎ রিযিকদাতা হিসেবে একমাত্র মহান আল্লাহ্ তা'য়ালাকেই বিশ্বাস করতে হবে। অন্য কেউ রিযিক দান করতে পারে এমন বিশ্বাস অন্তরে রাখা শিরক।

১৯। السميع (আস-সামীয়ু - সর্বশ্রোতা)

২০। العليم (আল-আ'লীম - সর্বজ্ঞানী)
মহান আল্লাহ্ বলেন, আর তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞানী। (সূরা বাকারাহ্, আ: ১৩৭)

২১। البصير (আল বাছীর - সর্বদ্রোষ্টা)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রোষ্টা। (সূরা শূরা, আ: ১১)

২২। الحكم (আল হাকীম - প্রজ্ঞাময়)
আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, তিনিই মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন। তিনি ব্যতীত সত্য কোন ইলাহ্ নেই। তিনি প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা আলে ইমরান, আঃ ০৬)

২৩। الخبير (আল খাবীর - সকল কিছু অবহিত)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, তোমরা যা কর আল্লাহ তো সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত। (সূরা নিসা, আঃ ৯৪)

অর্থাৎ বান্দা ভালো মন্দ যা কিছু কর্মই করুক না কেন, মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা তার সকল কিছুরই খবর রাখেন, যা অন্য কেউ কোন মাধ্যম যেমন আল্লাহর বার্তা, মিডিয়া, ফোন, নেট, লোক মাধ্যম ইত্যাদি ছাড়া পারেনা। যদি কেউ ভাবে পীর, বুজুর্গগণ তা পারে তবে এই বিশ্বাস হবে শিরক।

২৪। الحليم (আল হালীম - সহনশীল)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, আল্লাহ্ ক্ষমা পরায়ন, সহনশীল। (সূরা বাকারহ্, আঃ ২২৫)

২৫। العلي (আল-আলীয়্যু - অতি মহান)

২৬। العظيم (আল-আজীম - শ্রেষ্ঠ)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, আর তিনি অর্থাৎ আল্লাহ্ মহান, শ্রেষ্ঠ। (সূরা বাকারাহ্, আ: ২৫৫)

২৭। الشكور (আশ-শাকুর - গুণগ্রাহী)
আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, যে উত্তম কাজ করে আমি তার জন্য তাতে কল্যাণ বৃদ্ধি করি। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। (সূরা শূরা, আঃ ২৩)

২৮। المقيت (আল-মুক্বীত - সকল বিষয়ে নজরকারী)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, আল্লাহ্ তা'য়ালা সকল বিষয়ে নজর রাখেন। (সূরা নিসা, আ: ৮৫)

২৯। الحسيب (আল হাসীব - হিসাব গ্রহণকারী)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী। (সূরা নিসা, আঃ ৮৬)

৩০। الودود (আল-ওয়াদুদ - প্রেমময়)

৩১। المجيد (আল-মাজীদ - মর্যাদাসম্পন্ন)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, এবং তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়, আরশের অধিকারী ও মর্যাদা সম্পন্ন। (সূরা বুরুজ, আ: ১৪-১৫)

৩২। الوكيل (আল ওয়াকীল - সমস্ত কিছুর কর্মবিধায়ক)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সমস্ত কিছুর কর্মবিধায়ক। (সূরা যুমার, আঃ ৬২)

৩৩। المتين (আল-মাতীন - পরাক্রান্ত)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, আল্লাহই তো রিযিক দান করেন এবং তিনি প্রবল পরাক্রান্ত। (সূরা যারিয়াত, আঃ ৫৮)

৩৪। الولي (আল ওয়ালী- অভিভাবক)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, যারা মুমিন, আল্লাহ্ তাদের অভিভাবক। (সূরা বাকারহ্, আঃ ২৫৭)

৩৫। الغني (আল-গণীয়ু, অভাবমুক্ত)

৩৬। الحميد (আল-হামীদ, প্রশংসিত)

মহান আল্লাহ্ বলেন, এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অভাবমুক্ত প্রশংসিত। (সূরা বাকারাহ, আঃ ২৬৭)

৩৭। الحي (আল-হাইয়ূ - চিরঞ্জীব)

৩৮। القيوم (আল ক্বাইয়ুম - সর্বসত্তার ধারক)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত সত্য কোন ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক। (সূরা বাকারাহ, আঃ ২৫৫)

৩৯। الصمد (আছ-ছমাদ - অমুখাপেক্ষী)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, বল তিনিই আল্লাহ্ এবং অদ্বিতীয়, আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী। (সূরা ইখলাছ, আঃ ১-২)

৪০। القادر (আল-ক্বাদীর - সর্বশক্তিমান)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (সূরা বাকারহ্, আ: ২০)

৪১। المقتدر (আল-মুক্বতাদির - সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- যোগ্য আসনে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী আল্লাহর সান্নিধ্যে। (সূরা ক্বমার, আঃ ৫৫)

৪২। الأول (আল-আওয়ালু - তিনি আদী)

৪৩। الأخر (আল-আখির - অতিঅন্ত)

৪৪। الظاهر (আজ-জ্বহির - প্রকাশিত)

৪৫। الباطن (আল-বাত্বিন - গুপ্ত)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, তিনিই আদী, তিনিই অন্ত; তিনিই প্রকাশিত ও তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (সূরা হাদীদ, আঃ ০৩)

৪৬। التواب (আত-তাও-ওয়াবু - তাওবা কবুলকারী)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, নিশ্চয়ই তুমি তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। (সূরা বাকারাহ, আঃ ১২৮)

৪৭। المنتقم (আল-মুংতাক্বিমূন - শাস্তি প্রদানকারী)

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, যেদিন আমি তোমাদেরকে প্রবলভাবে পাকড়াও করবো, সেদিন নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে শাস্তি প্রদানকারী। (সূরা দুখান, আঃ ১৬)

৪৮। العفو (আল-আফুয়ূ - দোষ মোচনকারী)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, তবে আল্লাহও দোষ মোচনকারী, শক্তিমান। (সূরা বাকারা, আঃ ১৪৯)

৪৯। الغفار (আল গফফার - ক্ষমাশীল)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, জেনে রাখ যে, তিনি পরাক্রমশালী ক্ষমাশীল। (সূরা যুমার, আঃ ০৫)

৫০। الرؤوف (আর রউফ - অতি দয়ার্দ্র)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। (সূরা বাকারাহ্, আ: ১৪৩)

৫১। البديع (আল বাদিইয়ু - অস্তিত্ব দানকারী)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, আল্লাহ্ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী (অনস্তিত্ব থেকে) অস্তিত্ব আনয়নকারী। (সূরা বাকারাহ, আঃ ১১৭)

৫২। الكبير (আল কাবীর - অতি উর্ধ্বে)
মহান আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, তিনি পবিত্র, মহিমান্বিত এবং তারা যা বলে তা হতে তিনি অতি উর্ধ্বে। (সূরা বানী ইসরাঈল, আ: ৪৩)

৫৩। القوي (আল ক্বউই-উ - শক্তিমান)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শক্তিমান, শাস্তিদানে কঠোর। (সূরা আনফাল, আঃ ৫২)

৫৪। مالك الملك (মালিকাল মুলক - সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক)

৫৫। المعز (আল-মুই'জ্ব - ইজ্জত দানকারী)

৫৬। المذل (আল-মুজিল্লু - অপমানকারী)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- বল, হে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ্! তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান কর এবং যার নিকট হতে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নাও, যাকে ইচ্ছা তুমি ইজ্জত দান কর, আর যাকে ইচ্ছা তুমি হীন

কর, কল্যাণ তোমার হাতেই। নিশ্চয়ই তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (সূরা আলে ইমরান, আঃ ২৬)
অর্থাৎ, সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ্ ব্যতীত কোন রাষ্ট্রের শাসক, পণ্ডিত বা জনগণকে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক বিশ্বাস করলে তা স্পষ্ট শিরক হবে।

৫৭। ذو الجلال والإكرام (জুল-জালালি ওয়াল ইকরম - অতি মহিমাময়, মহানুভব)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, অবিনশ্বর কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহিমাময়, মহানুভব। (সূরা রহমান, আঃ ২৭)

৫৮। الفتاح (আল ফাত্তাহ্ - উন্মুক্তকারী, বিজয়দানকারী, শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী)
মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন- বল, আমাদের রব আমাদেরকে একত্র করবেন। তারপর তিনি আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে ফয়সালা করবেন। আর তিনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী ও সম্যক পরিজ্ঞাত। (সূরা সাবা, আঃ ২৬)

৫৯। القابض (আল-ক্বিদ - সকল কিছু আয়ত্তকারী)

৬০। الباسط (আল-বাছিত্ব - পরিমিতকারী)

৬১। الحفيظ (আল-হাফিজ - হেফাজতকারী)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্য আমিই তার হেফাজতকারী। (সূরা হিজর, আঃ ০৯)

৬২। الرافع (আর-র-ফিয়ু - উন্নিতকারী)

৬৩। العدل (আল-আ'দলু - ন্যায়বিচারকারী)

৬৪। الجليل (আল-জালিল - পরম মর্যাদার অধিকারী, গৌরবান্বিত)

৬৫। الكريم (আল-কারিম - সম্মানিত)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, হে মানুষ! কিসে তোমাকে বিভ্রান্ত করল তোমার মহানুভব প্রভু সম্পর্কে। (সূরা ইনফিতার, আঃ ৬)

৬৬। الرقيب (আর-রক্বীব - রক্ষণাবেক্ষনকারী)

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক নফ্স থেকে। আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে চেয়ে থাক। আর ভয় কর রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক। (সূরা নিসা, আঃ ০১)

৬৭। المجيب (আল-মুজীব - সাড়াদানকারী)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, আর নিশ্চয় নূহ আমাকে ডেকেছিল, আর আমি কতইনা উত্তম সাড়াদানকারী! (সূরা ছফফাত, আঃ ৭৫)

৬৮। الواسع (আল-ওয়াসিউ - প্রশস্তকারী)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, পূর্ব-পশ্চিম আল্লাহরই (দিক)। অতএব, তোমরা যে দিকেই মুখ ফেরাও সে দিকেই আল্লাহ রয়েছেন। আল্লাহ তো বিশাল, মহাজ্ঞানী। (সূরা বাকারহ, আঃ ১১৫)

৬৯। الباعث (আল-বা-ই'সূ - প্রেরণকারী)

৭০। الشَّهِيدُ (আশ-শাহীদ - প্রত্যক্ষদর্শী)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, আর যাদের সাথে তোমাদের অঙ্গীকার রয়েছে, তাদেরকে তাদের অংশ দিয়ে দাও। অবশ্যই আল্লাহ সবকিছুরই সাক্ষী (প্রত্যক্ষদর্শী) থাকেন। (সূরা নিসা, আঃ ৩৩)

৭১। الحق (আল-হাক্কু - মহাসত্য)

৭২। المحصي (আল-মুহছি - সংরক্ষণকারী)

৭৩। المبدئ (আল-মুবদিই-য়ূ - সূচনাকারী)

৭৪। المحيي (আল-মুহইয়্যি - হায়াতদানকারী)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, অতএব তুমি আল্লাহর রহমতের চিহ্নসমূহের প্রতি দৃষ্টি দাও। কিভাবে তিনি যমীনের মৃত্যুর পর তা জীবিত করেন। নিশ্চয় এভাবেই তিনি মৃতকে জীবিত করেন এবং তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। (সূরা রুম, আঃ ৫০)

৭৫। المميت (আল-মুমিতু - মৃত্যুদানকারী)

৭৬। الواجد (আল ওয়াজীদ - অস্তিত্ববান)

৭৭। الواحد (আল-ওয়াহিদ - একত্ববাদ)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, (ইউসুফ বলল,) "হে কারাগারের সঙ্গীদ্বয়! পৃথক পৃথক অনেক প্রভু ভাল নাকি পরাক্রমশালী এক আল্লাহ?" (সূরা ইউসুফ, আঃ ৩৯)

নবী (ﷺ) যখন মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) কে ইয়ামান পাঠালেন তখন তিনি তাঁকে বললেন, তুমি আহলে কিতাবদের একটি কওমের নিকট যাচ্ছ। অতএব, তাদের প্রতি তোমার প্রথম আহ্বান হবে তারা যেন একত্ববাদ আল্লাহকে মেনে নেয় (ছহীহ বুখারী, হাঃ ৭৩৭২)

৭৮। المتعالي (আল-মুতাআ'লি - সুউচ্চ)

৭৯। المقسط (আল-মুক্বছিত্ব - ন্যায়পরায়নকারী)

৮০। المغني (আল-মুগনিইয়ূ - প্রাচুর্যদানকারী)

৮১। المانع (আল-মানিউ - বাঁধা প্রদানকারী)

৮২। الجامع (আল-জামিউ - একত্রিতকারী)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, হে আমাদের রব, নিশ্চয় আপনি মানুষকে একত্রিত করবেন এমন একদিন, যাতে কোন সন্দেহ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। (সূরা আলে-ইমরান, আঃ ৯)

৮৩। النافع (আল-নাফিউ - উপকারকারী)

৮৪। النور (আন-নূর - আলোদানকারী)

৮৫। الهادي (আল-হাদী - পথ প্রদর্শক)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, আর এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর জন্য অপরাধীদের মধ্য থেকে শত্রু বানিয়েছি। আর পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারী হিসেবে তোমার রবই যথেষ্ট। (সূরা ফুরকান, আঃ ৩১)

৮৬। الباقى (আল-বাক্বী - চিরস্থায়ী)

৮৭। الرَّشِيد (আর-রশিদ - মহাজ্ঞানী)

৮৮। اَلضّارُ (আছ-দ্বর - ক্ষতিদানকারী)

৮৯। الوارث (আল-ওয়ারিস - উত্তরাধিকারী দানকারী)

৯০। الصَّبُور (আছ-ছবুর - মহাধৈর্য্যশীল)

৯১। المؤخر (আল-মুওয়াক্ষিরু - পরিসমাপ্তকারী, অবকাশ দানকারী, বিলম্বকারী)

৯২। المقدم (আল-মুক্বাদিম - সূচনাকারী, অগ্রসারক, সর্বাগ্রে সহায়তা প্রদানকারী)

৯৩। اللطيف (আল-লাত্বীফ - অনুগ্রহদানকারী, সূক্ষ্মদর্শী)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, কোন দৃষ্টি তাঁর নাগাল পায় না, তবে তিনি সব দৃষ্টির নাগাল পান। আর তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী ও সবকিছুর খবর রাখেন। (সূরা আন'আম, আঃ ১০৩)

৯৪। المعيد (আল-মুই'দু - ওয়াদা রক্ষাকারী)

৯৫। البر (আল-বাররু - পরম-উপকারী, অণুগ্রহশীল, কল্যাণকারী)

৯৬। الخافض (আল খাফিদু - অবনতকারী, অবিশ্বাসীদের অপমানকারী)

৯৭। المجيد (আল-মাজিদু – সকল মর্যাদার অধিকারী, মহিমান্বিত, সম্মানিত)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, (তারা বলল,) 'আল্লাহর সিদ্ধান্তে তুমি আশ্চর্য হচ্ছ? হে নবী পরিবার, তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত ও তাঁর বরকত। নিশ্চয় তিনি প্রশংসিত সম্মানিত'। (সূরা হুদ, আঃ ৭৩)

৯৮। الحكم (আল-হাকামু - হুকুমদাতা)

৯৯। الوالي (আল-ওয়ালিই - বন্ধু)
সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টা মহান আল্লাহ তা'য়ালার পরিচয় সম্পর্কিত আলোচনার পর যাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সে বিষয়ে নিম্নে আলোচনা করছি।

সৃষ্টি অর্থাৎ যাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে

উল্লেখিত শিরোনামে এটা বুঝানোর উদ্দেশ্য নয় যে শিরোনামের বিস্তারিত আলোচনায় স্রষ্টার সকল সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত অথবা বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। বরং উক্ত শিরোনাম উল্লেখের উদ্দেশ্য হলো মানুষকে সৃষ্টির বিষয় নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা। মানুষ সৃষ্টির ব্যাপারে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ﴿٢٦﴾

আমি মানুষকে পচা কর্দম থেকে তৈরি শুকনো ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি। (সূরহ হিজর, আ: ২৬)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٦﴾ الَّذِيْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ وَ بَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ﴿٧﴾

তিনিই অর্থাৎ আল্লাহই দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী। পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। যিনি তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সুন্দর করেছেন এবং কাঁদা মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন। (সূরহ আস সাজদা, আ: ৬-৭)

উক্ত আয়াতগুলো থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা মানব জাতিকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। যদিও অন্যান্য আয়াতে মানুষ সৃষ্টির একটি উপকরণ নাপাক পানি বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। তার আলোচনা পরবর্তীতে উল্লেখিত হবে। মুফতী মুহাম্মদ শাফী (রহি:) বলেন,

خُلِقَ الإِنْسَانُ وَأَصْلُ مَادَّتِهِ مِنَ التُّرَابِ. وَلِذَا نُسِبَ خَلْقُ الإِنْسَانِ إِلَى التُّرَابِ فِي الْقُرْآنِ. وَفِي الْحَقِيقَةِ تَرْجِعُ مَوَادُّ خَلْقِ الإِنْسَانِ إِلَى عَشَرَةِ أُمُورٍ: خَمْسَةٌ مِنْ عَالَمِ الْخَلْقِ وَخَمْسَةٌ مِنْ عَالَمِ الأَمْرِ. فَأَمَّا الَّتِي مِنْ عَالَمِ الْخَلْقِ: النَّارُ وَالْمَاءُ وَالتُّرَابُ وَالْهَوَاءُ، وَالْخَامِسُ بُخَارٌ لَطِيفٌ مُتَوَلِّدٌ مِنْهَا يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالنَّفْسِ أَوِ الرُّوحِ. وَأَمَّا الَّتِي مِنْ عَالَمِ الأَمْرِ: الْقَلَمُ وَالرُّوحُ وَالسِّرُّ وَالْخَفِيُّ وَالأَخْفَى.

মানুষ সৃষ্টির মধ্যে মৃত্তিকাই প্রধান উপকরণ। এই জন্যই কুরআনে মানুষ সৃষ্টিকে মৃত্তিকার সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষ সৃষ্টির উপকরণ দশটি জিনিসের মধ্যে পরিব্যপ্ত। তারমধ্যে পাঁচটি সৃষ্টি

জগতের এবং পাঁচটি আদেশ জগতের। সৃষ্টি জগতের ৪ উপাদান হলো- আগুন, পানি, মাটি, বাতাস এবং পঞ্চম হচ্ছে এ ৪ থেকে সৃষ্ট সূক্ষ্ম বাষ্প যাকে রুহ বা নফস বলা হয়। আর আদেশ জগতের পাঁচটি উপকরণ হলো- কলম, রুহ, সির, খফী ও আখফা। (তাফসিরে মা'রিফুল কুরআন, পৃ: ৭৩০)

সেই সকল আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা মানুষ সৃষ্টির একটি উপকরণ হিসেবে 'বীর্য' কে উল্লেখ করেছেন। তার একটি আয়াত- আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ ﴿٥٧﴾ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ﴿٥٨﴾ ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ ﴿٥٩﴾

আমি সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে অতঃপর কেন তোমরা তা সত্য বলে বিশ্বাস কর না? তোমরা কি ভেবে দেখেছ তোমাদের বীর্যপাত সম্পর্কে; তোমরা তাকে সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি। (সূরহ ওয়াক্বিয়াহ, আ: ৫৭-৫৯)

এর ব্যাখ্যায় মুফতী মুহাম্মদ শাফী (রহি:) বলেন, যারা একথা কল্পনা করেন যে, পুরুষ ও নারীর যৌন মিলনের ফলে গর্ভসঞ্চার হয়। এরপর তা জননীর গর্ভাশয়ে আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং নয় মাস পরে একটি পরিপূর্ণ মানবরূপে ভূমিষ্ঠ হয়ে যায়। অর্থাৎ, পুরুষ ও নারীর পারস্পরিক মিলনই মানব সৃষ্টির প্রকৃত কারণ। এখানে তাই প্রশ্ন করা হয়েছে যে, হে মানব, একটু ভেবে দেখ, সন্তান জন্মলাভ করার মধ্যে তোমার হাত এতোটুকুই তো যে, তুমি এক ফোঁটা বীর্য বিশেষ স্থানে পৌঁছিয়ে দিয়েছ। এরপর তোমার জানা আছে কী, যে বীর্যের উপর স্তরে স্তরে কি কি পরিবর্তন আসে? কি কি ভাবে এতে অস্থি ও রক্ত মাংস সৃষ্টি হয়? (উক্ত আলোচনাটি তাফসিরে মা'রিফুল কুরআন এর ১৩২৮ পৃ: হতে সংক্ষিপ্ত ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে)

উক্ত আলোচনাটি এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে কেহ যেন মানব সৃষ্টির একমাত্র উপকরণ বীর্যকেই না মনে করে। আবার অনেকেই কল্পনা করতে পারে যে, যেহেতু মানব সৃষ্টির জন্য বীর্যই একমাত্র উপকরণ না। সেহেতু কুরআনে মানব জাতিকে বীর্য দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে বলে মানুষকে তুচ্ছ দৃষ্টির করা হয়েছে কেন? (নাউযুবিল্লাহ)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

الَّذِيْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ﴿٧﴾ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ﴿٨﴾

যিনি তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সুন্দর করেছেন এবং কাদা মাটি থেকে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন। অতঃপর, তিনি তার বংশধর সৃষ্টি করেছেন তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে। (সূরহ আস সাজদাহ, আ: ৭-৮)

উক্ত আয়াতের তাফসীরে মুফতী মুহাম্মদ শাফী (রহি:) বলেন, আল্লাহ পাক বিশ্ব জগতের যাবতীয় বস্তু অতি সুন্দর ও নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর এর মধ্যে সর্বাধিক সুদর্শন ও মনোরম মানুষের আলোচনা করেছেন। এর সাথে মহান আল্লাহ তা'য়ালার পূর্ণ ও অনন্য ক্ষমতা প্রকাশার্থ। এ কথাও ব্যক্ত করেছিলেন যে, মানবকে আমি সর্বোত্তম ও সেরা সৃষ্টি করে তৈরি করেছি। তার সৃষ্টি উপকরণ সর্বোন্নত ও সর্বোৎকৃষ্ট বলে সে শ্রেষ্ঠ নয়, বরং তার সৃষ্টি উপকরণ তো নিকৃষ্টতম বস্তু বীর্য। অতঃপর আল্লাহর অনন্য ক্ষমতা ও অসাধারণ সৃষ্টি কৌশল প্রয়োগ করে এই নিকৃষ্টতম বস্তুকে সর্বাধিক মর্যাদা সম্পন্ন সেরা সৃষ্টিতে রুপান্তরিত করেছেন। (তাফসিরে মা'আরিফুল কুরআন, পৃ: ১০৬৩)

অতঃপর, মানুষ সৃষ্টি প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'য়ালা আরো স্পষ্ট করে বলেন,

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۭ وَنُقِرُّ فِي الْاَرْحَامِ مَا نَشَاۗءُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـــًٔا ۭ وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاۗءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَاَنْۢبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ ﴿٥﴾

হে মানুষ সকল! যদি তোমরা পুনরুত্থানের ব্যাপারে সন্দিহান হও, তবে (ভেবে দেখ) আমি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি, এরপর বীর্য থেকে, এরপর জমাট রক্ত থেকে, এরপর পূর্নাকৃতি বিশিষ্ট ও অপূর্নাকৃতি বিশিষ্ট মাংস পিন্ড থেকে; তোমাদের কাছে ব্যক্ত করার জন্য। আর আমি এক নির্দিষ্ট কালের জন্যে মাতৃগর্ভে যা ইচ্ছা রেখে দেই, এরপর আমি তোমাদেরকে শিশু অবস্থায় বের করি। তারপর যাতে তোমরা যৌবনে

পর্দাপণ কর। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে বার্ধক্য বয়স পর্যন্ত পৌঁছানো হয়। যাতে সে জানা জ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে সজ্ঞান থাকে না! তুমি ভূমিকে পতিত দেখিতে পাও, অতঃপর আমি যখন তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন তা সতেজ ও স্ফীত হয়ে যায় এবং সর্বপ্রকার সুদৃশ্য উদ্ভিদ উৎপন্ন করে। (সূরহ হজ্জ, আ: ৫)

উক্ত আয়াতের তাফসীরে ইমাম কুরতুবী (রহি:) ছহিহ বুখারী থেকে একটি হাদিস উল্লেখ করেন,

قَالَ عَبْدُ اللهِ : حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ قَالَ : إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِيْ بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، وَيُقَالُ لَهُ : اُكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيْدٌ

আবুদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, মানুষের বীর্য চল্লিশ দিন পর্যন্ত গর্ভাশয়ে জমা থাকে। চল্লিশ দিন পর তা জমাট রক্তে পরিণত হয়। এরপর আরো চল্লিশ দিন অতিবাহিত হলে তা মাংসপিন্ড হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে একজন ফেরেস্তা প্রেরিত হয়। সে তাতে রুহ ফুঁকে দেয়। এ সময়েই তার সম্পর্কে চারটি বিষয় লিখে দেয়া হয়। ১. তার বয়স কত হবে, ২. সে কি পরিমান রিযিক পাবে, ৩. সে কি কি কাজ করবে এবং ৪. পরিনামে সে ভাগ্যবান হবে না হতভাগা। (তাফসিরে কুরতুবী ২২:৫ নং আয়াতের তাফসীর, তাফসীরে মা'রিফুল কুরআন, পৃ: ৮৯৪)

সর্বোপরি এই বিষয়টিই বাস্তব সত্য যে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা মানব জাতিকে জীর্ণ-শীর্ণ উপকরণ দিয়ে সৃষ্টি করে অনেক উপরে মর্যাদা দান করেছেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ﴿٧٠﴾

নিশ্চয় আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, আমি তাদেরকে স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দান করেছি, তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরন প্রদান করেছি এবং তাদেরকে অনেক সৃষ্টি বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। (সূরহ বানী ইসরাইল, আ: ৭০)

এছাড়াও মহান আল্লাহ তা'য়ালা মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন উত্তম অবয়ব দ্বারা। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ﴿٤﴾

আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে উত্তম অবয়বে। (সূরহ ত্বীন, আ: ৪)

আর মহান আল্লাহ তা'য়ালা এই পৃথিবীর সমস্ত কিছুই মানব জাতির জন্য সৃষ্টি করেছেন। যদিও পৃথিবীর এই সকল নিয়ামত শুধু মানুষের জন্যই সীমাবদ্ধ নয়। সকল সৃষ্ট জীবই এ নিয়ামত গ্রহণ করতে অনুমতি প্রাপ্ত। কিন্তু সকল জীবকেও মহান আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত রেখেছেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا

তিনিই সেই সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের জন্য যা কিছু জমিনে আছে সে সমস্ত কিছুই। (সূরহ বাক্বরহ, আ: ২৯)

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রখ্যাত আলেম আরিফ বিল্লাহ ইবনে আ'তা বলেন,

إِنَّمَا خَلَقَ الْعَالَمَ لَكَ. وَخَلَقَكَ لَهُ. فَلَا تَشْتَغِلْ بِمَا خَلَقَهُ لَكَ عَمَّنْ خَلَقَكَ لَهُ

মহান আল্লাহ পাক সারা বিশ্বকে এ উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন যেন জগতের যাবতীয় বস্তু তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত থাকে, আর তোমরা যেন সর্বতোভাবে আল্লাহর ইবাদাতে নিয়োজিত থাক। তবেই সব বস্তু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তোমরা তা নিঃসন্দেহে লাভ করবে। সুতরাং বুদ্ধিমানের কাজ হবে, সেসব বস্তুর সন্ধানে ও সাধন চিন্তায় নিয়োজিত থেকে সে মহান সত্তাকে ভুলে না বসা, যিনি এগুলোর একক স্রষ্টা। (তাফসিরে মা'রিফুল কুরআন, পৃ: ২৮)

সৃষ্টির কারণ অর্থাৎ যে কারণে স্রষ্টা সৃষ্টি করেছেন

উক্ত আলোচনাতে আমি সূরহ আয-যারিয়াতের ৫৬ নং আয়াতের আলোচনাকে ৩ টি শিরোনামে উল্লেখ করেছি। প্রথমটি স্রষ্টা বা আল্লাহর পরিচয়। ২য় টা যাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর ৩য় টি হলো সৃষ্টির কারণ অর্থাৎ যে কারণে মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি- কোন স্রষ্টাই কারণ ছাড়া কোন কিছুই সৃষ্টি করেন

না। যেমন কোন গৃহ তৈরি কারক এই উদ্দেশ্যে গৃহ তৈরি করে যে, সে বসবাস করবে। অনুরূপভাবে সকল সৃষ্টির স্রষ্টা মহান আল্লাহ তা'য়ালাও দুনিয়ার কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করেন নি। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ﴿١٦﴾

আকাশ, পৃথিবী এতোদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে, তা আমি অনর্থক সৃষ্টি করিনি। (সূরহ আম্বিয়া, আ: ১৬)

যেহেতু মহান আল্লাহ তা'য়ালা অনর্থক কোন কিছুই সৃষ্টি করেন নি, সেহেতু আমাদেরকেও সৃষ্টির পেছনে কারণ রয়েছে। আর সেই কারণই হলো মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'য়ালার ইবাদাত করা। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿٢١﴾

হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদাত কর, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাতে তোমরা মুত্তাকি হইতে পার। (সূরহ বাক্বরহ, আ: ২১)

উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা সমস্ত মানব জাতিকেই আল্লাহর ইবাদত করতে আহবান করেছেন। সেই সাথে এটাও বলে দিয়েছেন যে- কেন তাঁর অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদাত করতে হবে। কারণ তিনিই একমাত্র স্রষ্টা আমাদের এবং আমাদের পূর্ববর্তীদেরও। যেহেতু তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর কোন কিছুই তিনি অনর্থক সৃষ্টি করেন না। কাজেই সেই সৃষ্টির পেছনেও একটি কারণ আছে। তা হলো তাঁর ইবাদাত করা। সেহেতু তাঁর ইবাদাত করতে হবে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বান্দাকে তাঁর ইবাদাত করার কারণ প্রসঙ্গে উক্ত আয়াতের পরের আয়াতে আরো কিছু কারণ উল্লেখ করে বলেন,

الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٢﴾

যিনি পৃথিবীকে তোমাদের বিছানা ও আকাশকে ছাদ করিয়াছেন। এবং আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করিয়া তা দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন। সুতরাং তোমরা জানিয়া শুনিয়া কাহাকেও আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করাইও না। (সূরহ বাক্বরহ, আ: ২২)

অতএব আমাদেরকে একনিষ্ট ভাবে মহান আল্লাহ তা'য়ালারই ইবাদাত

করতে হবে। আর আমাদেরকে সৃষ্টির একমাত্র কারণই হলো আল্লাহ তা'য়ালার ইবাদাত করা। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

আমি সৃষ্টি করিয়াছি মানব জাতিকে এ জন্য যে, তাহারা আমারই ইবাদাত করবে। (সূরহ যারিয়াত, আ: ৫৬)

এই ইবাদাতের বিষয়টা মহান আল্লাহ তা'য়ালা আরো স্পষ্ট করে বলেন,

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

তাহারা তো আদেশপ্রাপ্ত হইয়াছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া একনিষ্ট ভাবে তাঁহার ইবাদাত করিতে এবং ছলাত কায়েম করিতে ও যাকাত দিতে, ইহাই সঠিক দ্বীন। (সূরহ বায়্যিনাহ, আ: ৫)

উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা এক শ্রেণীর মানুষদের কথা উল্লেখ করেছেন যে, সকল মানুষকেই আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন বিশুদ্ধ অন্তরে আল্লাহর আনুগত্য করার, একনিষ্ঠ ভাবে তাঁর ইবাদাত করার, ছলাত আদায় করার, যাকাত প্রদান করার। কারণ এই দ্বীনটাই হলো সঠিক ও আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন। কিন্তু সেই শ্রেনীর মানুষগুলো কিতাবের জ্ঞান থাকার পরেও তারা বিভক্ত হয়ে গেছিল। তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿٤﴾

যাহাদেরকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিলো তাহারা তো বিভক্ত হইলো। তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমান আসার পর। (সূরহ বায়্যিনাহ, আ: ৪)

কাজেই আমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমান আল কুরআন। আর এই কুরআন ও তার ব্যাখ্যা আস-সুন্নাহকেই যেন আমরা আঁকড়ে ধরে মহান আল্লাহ তা'য়ালার ইবাদাত করতে পারি। সুতরাং যাহারা আল্লাহর ইবাদাত না করে কুফুরী করবে বা মুশরিক হবে তাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴿٦﴾

কিতাবীদের মধ্যে যাহারা কুফুরী করে তাহারা এবং মুশরিকরা জাহান্নামের

অগ্নিতে স্থায়ী ভাবে অবস্থান করবে; ইহারাই সৃষ্টির অধম। (সূরহ বায়্যিনাহ, আ: ৬)

পক্ষান্তরে যারা আল্লাহকে পূর্ণ বিশ্বাস করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুর অংশীদার না করে একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করবে। তাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾ جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ ﴿٨﴾

যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাহারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। তাহাদের প্রতিপালকের নিকট আছে তাহাদের পুরস্কার স্থায়ী জান্নাত, যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী হইবে আল্লাহ তাহাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তাহারাও তাঁহাতে সন্তুষ্ট। ইহা তাহার জন্য যে তাহার প্রতিপালককে ভয় করে। (সূরহ বায়্যিনাহ, আ: ৭-৮)

উপরোক্ত আলোচনার ২টি বিষয় বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য- ১। জাহান্নাম যেখানে শুধু শাস্তি আর শাস্তি। ২। আল্লাহর নিয়ামত পূর্ণ জান্নাত। যেখানে শুধু শান্তি আর শান্তি। যদিও আমি ইতিপূর্বে "জাহান্নামের শাস্তি বনাম জান্নাতের শান্তি" বইটিতে এই ২টি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ভাবে উল্লেখ করেছি। তবুও এই গ্রন্থটির সামনের দিকে এই ২টি বিষয় নিয়ে আরো একটু বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। কারণ "বিচার দিবস" বইটিই হলো- এই ২টি বিষয়ের জন্য অর্থাৎ জান্নাত-জাহান্নামের জন্য আর এর সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে ইবাদাত। এখানে জ্ঞান শূন্য লোকেরা মনে করতে পারে তবে কি আল্লাহ তাঁর ইবাদাতের জন্য বান্দার নিকট মুখাপেক্ষী, (নাউযুবিল্লাহ) না। কক্ষনোই না। আল্লাহ তাঁর ইবাদতের জন্য বান্দার মুখাপেক্ষী নয়। সে বিষয়ে নিম্নের শিরোনামে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

আল্লাহ তাঁর ইবাদাতের জন্য বান্দার মুখাপেক্ষী নয়

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- اللّٰهُ الصَّمَدُ অর্থ অমুখাপেক্ষী আল্লাহ। (সূরহ ইখলাছ, আ: ২) অর্থাৎ মহান আল্লাহ তা'য়ালা কোন কিছুর কাছেই মুখাপেক্ষী নন বরং আসমান জমিনের সকল কিছুই মহান আল্লাহ তা'য়ালার

মুখাপেক্ষী। অনুরূপ ভাবে মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর ইবাদতের জন্য মানব জাতির নিকটেও মুখাপেক্ষী নন। মানব জাতি ছাড়াও এই আসমান জমিনে মহান আল্লাহ তা'য়ালার অগনিত সৃষ্টি আছে যারা সর্বক্ষণেই মহান আল্লাহ তা'য়ালার ইবাদাতে মশগুল। তাদের মধ্যে অন্যতম হলো মালায়িকা বা ফেরেস্তা; তাঁদের ইবাদাতের নমুনার উল্লেখ করতে গিয়ে ড. উমার সুলাইমান আল আশকার (রহি:) তার লিখিত গ্রন্থ ফেরেস্তা জগৎ এ তাঁদের ইবাদাতের নমুনা নামে একটি অধ্যায় লিখেছেন। যা নিম্নে উল্লেখ করছি-

ফেরেস্তা আল্লাহর ইবাদাতকারী বান্দা। তাঁর অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্যের ভারপ্রাপ্ত। তারা তাঁর ইবাদাত ও আনুগত্য অতি সহজে পালন করেন। নিজের দায়িত্ব ভার অনায়াসে বহন করেন। এ স্থানে কুরআন ও হাদিছ থেকে তাদের কতিপয় ইবাদাতের নমুনা বিবৃত হলো-

১। তাসবীহ- ফেরেস্তাবর্গ মহান আল্লাহর যিকির করেন। আর তাঁর বড় যিকর হলো, তাসবীহ। আরশ বাহক ফেরেস্তা তাঁর তাসবীহ করেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۚ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧٥﴾

তুমি ফেরেস্তাদেরকে দেখতে পাবে যে, তারা আরশের চারপাশ ঘিরে তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংসা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে। ন্যায়ের সঙ্গে সকলের বিচার করা হবে। আর বলা হবে, সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহর প্রাপ্য। (সূরহ যুমার, আ: ৭৫)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ﴿٧﴾

যারা আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা এর চারপাশ ঘিরে আছে। তারা তাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা প্রশংসার সাথে ঘোষণা করে এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং বিশ্বাসীদের জন্য ক্ষমা প্রর্থনা করে বলে- হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী; অতএব যারা

তাওবা করে ও তোমার পথ অবলম্বন করে, তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা কর। (সূরহ মু'মিন, আ: ৭)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيُسَبِّحُوْنَهٗ وَلَهٗ يَسْجُدُوْنَ ﴿٢٠٦﴾

নিশ্চয় যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রয়েছে। তারা অহংকারে তাঁর ইবাদাত থেকে বিমুখ হয় না। তারা তাঁর মহিমা ঘোষণা করে এবং তাঁরই নিকট তারা সিজদাবনত হয়। (সূরহ আ'রফ, আ: ২০৬)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

فَاِنِ اسْتَكْبَرُوْا فَالَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُوْنَ لَهٗ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْـَٔمُوْنَ ﴿٣٨﴾

ওরা অর্থাৎ মানুষ অহংকার করলেও যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রয়েছে। তারা তো দিনরাত তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং তারা ক্লান্তিবোধ করে না। (সূরহ হা-মীম সাজদাহ, আ: ৩৮)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِي الْاَرْضِ اَلَآ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٥﴾

ফেরেস্তারা তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংসা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং পৃথিবীর বাসিন্দার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। জেনে রাখ যে নিশ্চয় আল্লাহ। তিনিই অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরহ শূরা, আ: ৫)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ ۚ

বজ্রধ্বনি ও ফেরেস্তাগণ স্বভয়ে তাঁর সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে। (সূরহ রা'দ, আ: ১৩)

"আর ফেরেস্তারা রাতদিন আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করেন" আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ ﴿٢٠﴾

তারা অর্থাৎ ফেরেস্তারা রাতদিন তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে; তারা শৈথিল্য করে না। (সূরহ আম্বিয়া, আ: ২০)

ফেরেস্তারা এত বেশি তাসবীহ পাঠ করেন যে, তাঁরাই আসল তাসবিহ পাঠকারীরূপে পরিচিত; এতে তাদের গর্ব করাও সাজে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَّاِنَّا لَنَحْنُ الصَّآفُّوْنَ ﴿۱۶۵﴾ ۚ وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُوْنَ ﴿۱۶۶﴾

(ফেরেস্তারা বলে) আমরা অবশ্যই সারিবদ্ধ ভাবে দন্ডায়মান এবং আমরা অবশ্যই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কারী। (সূরহ ছফফাত, আ: ১৬৫-১৬৬)

ফেরেস্তারা আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করেন, যেহেতু তাসবীহ হলো সর্বশ্রেষ্ঠ যিকর। মহান আল্লাহর সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় কথা। নাবী করীম ﷺ বলেছেন,

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي بِأَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ. فَقَالَ: «إِنَّ أَحَبَّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ»

নিশ্চয় আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি পছন্দের কথা হলো, "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি" (ছহিহ মুসলিম হা: ৭১০২; মুসনাদে আহমাদ হা: ২১৪২৯)

কোন যিকর সর্বশ্রেষ্ঠ? এর উত্তরে নাবী করীম ﷺ বলেছেন,

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ سُئِلَ: أَيُّ الْكَلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَا اصْطَفَى اللهُ لِمَلَائِكَتِهِ أَوْ لِعِبَادِهِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ

(মহান আল্লাহ তা'য়ালার নিকট সবচেয়ে উত্তম কথা হলো যা তিনি নিজ ফেরেস্তামন্ডলী অথবা নিজ বান্দাগণের জন্য নির্বাচিত করেছেন, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি। (ছহিহ মুসলিম হা: ৭১০১; ছহিহ আত-তিরমিযী হা: ৩৫৯৩)

২। কাতার বাঁধা- ফেরেস্তারা সারিবদ্ধ হয়ে আল্লাহর ইবাদাত করেন। ঘনভাবে কাতার বেঁধে দাঁড়ান প্রতিপালকের সামনে। আমাদেরকে আমাদের ছলাতের কাতারে ফেরেস্তাদের অনুকরণে উদ্বুদ্ধ দিয়ে নাবী করীম ﷺ বলেছেন,

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ

رَبِّهَا؟» فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُوَلَ وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ

তোমরা প্রতিপালকের সামনে ফেরেস্তাবর্গের কাতার বাঁধার মত কাতার বেঁধে দাঁড়াবে না কি? ছাহাবী বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! ফেরেস্তাবর্গ তাদের প্রতিপালকের সামনে কী রূপে কাতার বেঁধে দাঁড়ান? তিনি বললেন, প্রথমবার কাতার সমূহ পূর্ণ করেন এবং ঘন হয়ে জমে কাতার বেঁধে দাঁড়ান। (ছহিহ মুসলিম হা: ৪৩০; আবু দাউদ ৬৬১; কিশকাত হা: ১০৯১)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَّاِنَّا لَنَحْنُ الصَّآفُّوْنَ ﴿۱۶۵﴾

(ফেরেস্তারা বলে,) আমরা অবশ্যই সারিবদ্ধ ভাবে দন্ডায়মান। (সূরহ ছফফাত, আ: ১৬৫)

এ অবস্থায় ফেরেস্তারা প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে কিয়াম করেন, রুকু করেন ও সিজদা করেন। ছাহাবী হাকীম বিন হিযাম (রা:) বলেন,

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ فِي أَصْحَابِهِ إِذْ قَالَ لَهُمْ: «أَتَسْمَعُونَ مَا أَسْمَعُ؟» قَالُوا: مَا نَسْمَعُ مِنْ شَيْءٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ: «إِنِّي لَأَسْمَعُ أَطِيطَ السَّمَاءِ، وَمَا تُلَامُ أَنْ تَئِطَّ، وَمَا فِيهَا مَوْضِعُ شِبْرٍ إِلَّا وَعَلَيْهِ مَلَكٌ سَاجِدٌ أَوْ قَائِمٌ

একদা আল্লাহর রসূল ﷺ ছাহাবাগণের মাঝে ছিলেন। হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন তোমরা কি তা শুনতে পাচ্ছ, যা আমি শুনতে পাচ্ছি? সকলে বলল, আমরা তো কিছু শুনতে পাচ্ছি না। তিনি বললেন, আমি তো আকাশের খট খট শব্দ শুনতে পাচ্ছি। আর এ শব্দ করায় তার দোষ নেই। তার মাঝে অর্ধ হাত পরিমান এমন জায়গা নেই, যাতে কোন ফেরেস্তা সিজদা অথবা কিয়াম অবস্থায় নেই। (ত্বারানীর কাবীর হা: ৩১২২; সিলসিলা সহীহ হা: ৮৫২; ছহীহুল জামে লিল আলবানী হা: ৯৫; ছহিহ, তাহক্বীক আলবানী)

৩। হাজ্জ- ফেরেস্তাদের জন্য সপ্তম আসমানে কা'বা আছে, যেখানে তাঁরা হাজ্জ করে থাকেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদের সে কা'বার নাম দিয়েছেন "আল-বায়তুল মা'মুর" এবং আল কুরআনে তাঁর কসমও খেয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ ﴿٤﴾

শপথ বায়তুল মা'মুরের। (সূরহ তুর, আ: ৪)

ইবনে কাসীর বলেছেন, সহীহাইনে প্রমানিত যে, আল্লাহর রসূল ﷺ মিরাজের হাদিছে বলেছেন,

«...ثُمَّ رُفِعَ لِيَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ، فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ، فَقَالَ: هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ يُصَلِّي فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَيْهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ»

অতঃপর (৭ম আসমান অতিক্রম করার পর) আমার জন্য বায়তুল মা'মুর পেশ করা হলো। আমি জানতে পারলাম, তাতে প্রত্যহ ৭০ হাজার ফেরেস্তা প্রবেশ করেন। অতঃপর তার প্রতি ফিরে আসার আর সুযোগ পান না। সেটাই তাঁদের সর্বশেষ প্রবেশ হয় (ছহিহ বুখারী হা: ৩২০৭; ছহিহ মুসলিম হা: ৪৩৪)। সে গৃহে ফেরেস্তারা ইবাদাত করেন, তাওয়াফ করেন; যেমন মুসলিমরা মক্কার কা'বা গৃহে তাওয়াফ করে।

আসমানের কা'বার সাথে জমিনের কা'বার সাদৃশ্য আছে। তাই তো নাবী করীম ﷺ ইব্রাহীম (আ:) কে বায়তুল মা'মুর এ পিঠ দ্বারা ঠেস লাগিয়ে বসতে দেখেছেন। কারণ তিনিই দুনিয়ার কা'বার নির্মাতা। যেহেতু প্রতিদান হয় কৃতকর্মের শ্রেণীভুক্ত। বলা হয়, প্রত্যেক আসমানে একটি করে ইবাদাত খানা আছে। আসমানবাসী তাতে মহান আল্লাহ তা'য়ালার ইবাদাত করে। প্রথম আসমানের ইবাদাত খানার নাম হলো 'বায়তুল ইযযাহ'।

৪। মহান আল্লাহর ভীতি- ফেরেস্তাগণ মহান আল্লাহ তা'য়ালাকে ভয় করেন। আর ভয় একটি ইবাদাত। যেহেতু ফেরেস্তাগণ আল্লাহকে বেশি চেনেন, তাই তাঁর প্রতি তাঁদের ভয় ও তা'যীম বেশি। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদের ব্যপারে বলেছেন,

وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ

তারা তাঁর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত। (সূরহ আম্বিয়া, আ: ২৮)

তিনি আরো বলেন,

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ ۚ

বজ্রধ্বনি ও ফেরেস্তাগণ সভয়ে তাঁর সপ্রশংসা মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে। (সূরহ রা'দ, আ: ১৩)

ফেরেস্তাদের ভীষণ আল্লাহ ভীতির নমুনা পাওয়া যায় একটি হাদিছে। নাবী করীম ﷺ বলেছেন,

إِذَا قَضَى اللَّهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلاَئِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ. كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ. فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا: الْحَقَّ. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

মহান আল্লাহ যখন আসমানে কোন বিষয়ে ফয়সালা করেন। তখন ফেরেস্তাগণ তাঁর কথায় বিনম্র হয়ে ডানা ঝাপটাতে থাকেন। তাতে পাথরের উপর শিকলের আঘাত পড়ার মত শব্দ হয়। তাঁরা ভিত শঙ্কিত হয়ে পড়েন। পরিশেষে, যখন তাঁদের অন্তর থেকে ভয় বিদূরিত হয়। তখন তাঁরা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করে, তোমাদের প্রতিপালক কি হুকুম করেছেন? উত্তরে তারা বলেন, যা সত্যি তিনি তাই বলেছেন, তিনি সুউচ্চ, সুমহান। (সূরহ সাবা, আ: ২৩; ছহিহ বুখারী হা: ৪৭০১)

হযরত জিবরাঈল (আ:) এর ভয়ের দৃষ্টান্ত দেখেন। নাবী করীম ﷺ বলেন,

رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي جِبْرِيلَ كَالْحِلْسِ الْبَالِي مِنْ خَشْيَةِ اللهِ

মেরাজের রাতে আমি উর্ধ্বজগতে পৌঁছলে জিবরাইলকে দেখলাম, তিনি আল্লাহর ভয়ে পুরনো শতরঞ্জির মতো হয়ে আছেন। (তাবারানীর আওসাত, হা: ৪৬৭৯; ছহীহুল জামে, হা: ৫৮৬৪)

ফেরেস্তাদের ইবাদাতের উক্ত আলোচনাটি ‘ফেরেস্তা জগত’ ড. উমার সুলাইমান আল আশকার (রহি:) এর ৫৪-৫৯ পৃষ্ঠা হতে সংগ্রহীত। আল্লাহর ইবাদাতে শুধু ফেরেস্তাগণই সর্বদা মশগুল আছে তা নয়! বরং আসমান জমিনের মধ্যে যা কিছু আছে সকল কিছুই আল্লাহ তা’য়ালার ইবাদাত করে। মহান আল্লাহ তা’য়ালা বলেন,

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۱﴾

আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। (সূরহ ছফ্ফ, আ: ১)

ইবাদাত কী?

মহান আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি পূর্ণ ঈমান এনে আল্লাহর সকল আদেশ-নিষেধ মেনে যে সমস্ত সৎকাজ করা হয়, সবগুলোই আল্লাহর ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া মৌলিক ইবাদাতও রয়েছে। যা অবশ্যকীয় পালনীয়। তবে আল্লাহর ইবাদাতের ক্ষেত্রে একনিষ্ঠতা অপরিহার্য। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

তাহারা তো আদেশপ্রাপ্ত হইয়াছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধ অন্তর হইয়া একনিষ্ঠভাবে তাঁহার ইবাদাত করিতে এবং ছলাত কায়েম করিতে ও যাকাত দিতে; ইহাই সঠিক দ্বীন। (সূরহ বায়্যিনাহ, আ: ৫)

উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা ৪টি বিষয় পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন। ১। বিশুদ্ধ অন্তরে আল্লাহর আনুগত্য করা। ২। একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদাত করা। ৩। ছলাত কায়েম করা এবং ৪। যাকাত প্রদান করা। অতঃপর এই ৪টির শেষাংশে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলে দিয়েছেন- দ্বীনুল কইয়িমাহ অর্থাৎ এটাই সঠিক দ্বীন। এবং উক্ত আয়াতের পরের আয়াতগুলোতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা এটাও ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, যারা উপরোক্ত কথাগুলো মানবে না, তারা জাহান্নামী এবং যারা মানবে তারা জান্নাতী। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। এখন আলোচ্য বিষয় হলো উপরোক্ত আয়াতটিকে কেন্দ্র করে বর্তমান সময়ের অনেক মুসলমানগণই শুধু নামাজ, রোজা, হাজ্জ, যাকাতকেই ধরেছে এবং এই আকীদাও গ্রহণ করেছে যে, শুধু এই কয়টি বিষয় নিয়মিত পালন করলেই পরিপূর্ণ দ্বীন ইসলাম পালন করা হয়ে যাবে। কারণ আল্লাহ তা'য়ালা এই গুলোকেই সঠিক দ্বীন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। এর বাইরে কোন কিছুর প্রয়োজন নেই বলতে তারা বুঝিয়েছেন- ইসলামী শাসন ব্যবস্থা, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ, এমন কী তাদের অনেকে আবার ইসলামী দাওয়াতী তাবলীগকেও বুঝিয়েছে। অথচ উক্ত আয়াতটিতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা দ্বীন ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বিষয়টিই উল্লেখ করে বলে দিয়েছেন এটাই সঠিক দ্বীন। নিম্নোক্ত আয়াতটির সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ করা হলো। উক্ত আয়াতটির ৪টি শিরোনামঃ-

১। বিশুদ্ধ অন্তরে আল্লাহর আনুগত্য করা:

এই শিরোনামটিতে ২টি বিষয় উল্লেখিত- (ক) আল্লাহর আনুগত্য করা ও (খ) অন্তরের বিশুদ্ধতা। প্রথমত আমি এখানে আনুগত্যের বিষয়টি উল্লেখ করছি। আনুগত্য মূলত ২ প্রকার। যথা-

১। আল্লাহর আনুগত্য। ২। শয়তানের আনুগত্য।

[ক] আল্লাহর আনুগত্য

আল্লাহর আনুগত্য বলতে আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান আনয়ন করে আল্লাহর সকল আদেশ-নিষেধ মেনে নিজের জীবনকে পরিচালনা করা। আল্লাহ তা'য়ালা যেই কাজের আদেশগুলো দিয়েছেন তা পালনের জন্য সর্ব সময় নিজেকে জাগ্রত রাখা। আর মহান আল্লাহ তা'য়ালা যেই কাজে নিষেধ করেছেন তা সর্ব অবস্থায় বর্জন করা। এবং এই সকল কাজের জন্য মহান আল্লাহ তা'য়ালার নিকট জবাবদিহির ভয় রাখা। আনুগত্যের চূড়ান্ত পর্যায় হলো তাক্বওয়া। যদি কেহ বলে, আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি এবং আল্লাহর আনুগত্য করি। অথচ সে ছলাত, সিয়াম পালন করে না, আল্লাহর আদেশ-নিষেধের কোন ধার ধারে না; তবে এই ব্যক্তিকে কখনোই আল্লাহর আনুগত্যশীল ব্যক্তি বলা যাবে না। উদাহরণস্বরূপ একটি নেতা তার কর্মীদেরকে কোন একটি কাজের আদেশ দিলো কিন্তু সেই কর্মীরা সেই আদেশ পালন করল না। অথচ সেই কর্মীরা এটা দাবি করে যে, আমরা নেতাকে ভালোবাসি। আমরা নেতার আনুগত্যশীল কর্মী। অতএব এই কর্মীরা যতই মুখে আনুগত্যশীল দাবি করুক না কেন। তাদেরকে যেমন আনুগত্যশীল কর্মী বলা যাবে না, তেমনী ভাবে একজন বান্দা আল্লাহর আদেশ-নিষেধ না মেনে যতই মুখে বলুক না কেন যে, আমরা আনুগত্যশীল বান্দা, তা গ্রহণ করা যাবে না। এজন্যই মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٢٧٧﴾

নিশ্চয়ই যাহারা ঈমান আনে, সৎকাজ করে, ছলাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে, তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে। তাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হবে না। (সূরহ বাক্বরহ, আ: ২৭৭)

অর্থাৎ প্রথমে ঈমান আনতে হবে, যেহেতু ঈমান হলো অন্তরের বিষয় যা প্রকাশ্য দেখা যায় না। অথচ আনুগত্যটা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ব্যতীতও পূর্ণ আনুগত্য হয় না। সেহেতু অন্তরে ঈমান আনার পরেও আল্লাহ তা'য়ালা বান্দাকে প্রকাশ্য কিছু কাজ দিয়েছেন। যেগুলো প্রকাশ্য পালন করাটাই আনুগত্য। যা দেখে অন্যরাও শিক্ষা গ্রহণ করবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা:) বলেন,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ».

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, ইসলাম ৫টি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। ১। আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রসূল একথার ঘোষণা দেয়া। ২। ছলাত কায়েম করা ৩। যাকাত প্রদান করা। ৪। হাজ্জ করা ৫। রমাদান মাসে ছিয়াম রাখা। (ছহিহ বুখারী ৮; মুসলিম ১৬; তিরমিযী ২৬০৯; নাসায়ী ৫০০১; আহমাদ ৬০১৫; সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ১৮৮০)

সুতরাং, আল্লাহ তা'য়ালাকে যেমন অন্তরে বিশ্বাস করে মুখে ঘোষণা দিতে হবে, তেমনী আল্লাহর যেই সকল আদেশ-নিষেধ গোপনে পালন করতে বলেছেন, তা গোপনে পালন করতে হবে। আর যা প্রকাশ্য পালন করতে বলেছেন তা প্রকাশ্য পালন করতে হবে। অর্থাৎ মহান আল্লাহ তা'য়ালা যেই ভাবে আদেশ দিয়েছেন ঠিক সেই ভাবেই কাজ সম্পাদন করতে হবে। এর নামই আনুগত্য।

এখন যদি কেহ বলে, আল্লাহ যেই আয়াতে উল্লেখ করেছেন, এটাই সঠিক দ্বীন। সেই আয়াতে তো মুহাম্মদ ﷺ এর রিসালাতের প্রতি ঈমান আনার কথা উল্লেখ নেই। সুতরাং মুহাম্মদ ﷺ এর রিসালাতের প্রতি ঈমান না আনলেও সঠিক দ্বীন পালন করা হবে। তবে অবশ্যই বুঝতে হবে তার জ্ঞানের স্বল্পতা রয়েছে অথবা শয়তান দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। কারণ মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا ۫ سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ ۚۛ

مَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٢٩﴾

মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল; তাঁহার সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভুতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে রুকু ও সাজদাহ এ অবনত দেখবে। তাদের মুখে সাজদাহর চিহ্ন থাকবে, তাওরাতে তার বর্ণনা এইরূপই এবং ইঞ্জীলেও। তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ, যা হতে নিগর্ত হয় কিশলয়, অতঃপর ওটা শক্ত পুষ্ট হয় এবং পরে কান্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে যা কৃষকের জন্য আনন্দদায়ক। এভাবে আল্লাহ মু'মিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের অন্তরজ্বালা সৃষ্টি করেন। যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমা ও পুরস্কারের। (সূরহ ফাতহ, আ: ২৯)

যেখানে মহান আল্লাহ তা'য়ালাই মুহাম্মাদ ﷺ এর সকল বর্ণনা দিয়ে আমাদের কাছে পরিচয় দিয়ে দিয়েছেন। সেখানে মুহাম্মাদ ﷺ এর রিসালাতের প্রতি ঈমান আনয়ন করাই হল আল্লাহর আনুগত্য করা। আর আলোচ্য আয়াতে আনুগত্যের কথা উল্লেখ থাকাটাই প্রমান করে যে উক্ত আয়াতে মুহাম্মাদ ﷺ এর রিসালাতের প্রতি ঈমান আনার কথা সেখানে উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ যদি কেহ সঠিক দ্বীন পালন করে জান্নাত লাভের আশা করতে চায়, তবে তাকে আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ ﷺ এর প্রতিই ঈমান আনতে হবে। কারণ আনুগত্য হলো আল্লাহর আদেশ পালন করা। মহান আল্লাহ তা'য়ালার আনুগত্যের অন্তর্ভুক্ত তাঁর রসূলের রিসালাতের প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য করা। কিন্তু বর্তমান সময়ে তো আল্লাহর কোন নাবী নেই এবং শেষ নাবীও জীবিত নেই। কাজেই এখন নাবী ﷺ এর রিসালাতের উপর ঈমান আনতে হবে ঠিকই। কিন্তু রসূল ﷺ এর আনুগত্য করা যাবে না। এমনও বিভ্রান্তিকর আকীদার ফিরকা ছড়িয়ে পড়েছে বর্তমান সময়ে। তাদের উক্তি যেহেতু রসূল ﷺ জীবিত নেই, সেহেতু তাঁর রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস রেখে তাঁর আনুগত্য করা যাবে না। কারণ তাদের উক্তি অনুযায়ী আনুগত্য হয় জীবিত ব্যক্তির। অথচ মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْٓا اَعْمَالَكُمْ ﴿٣٣﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর আর তোমাদের কর্ম বিনষ্ট করিও না। (সূরহ মুহাম্মাদ, আ: ৩৩)

উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা ৩ টি বিষয় উল্লেখ করেছেন। যথা- ১। আল্লাহর আনুগত্য ২। তাঁর রসূলের আনুগত্য। এবং ৩। এ বলেছেন তোমাদের আমল বাতিল করিও না। অর্থাৎ যদি কেহ ১ ও ২ নং বিষয়টি পালন না করে তবে এমনিতে তার সকল আমল বাতিল হয়ে যাবে। এই আমল দ্বারা বিচার দিবসে বিন্দুমাত্রও কাজ হবে না। এখন আসি পূর্বের উক্তিতে যেহেতু রসূল ﷺ জীবিত নেই সেহেতু তাঁর আনুগত্য করা যাবে না। এখন আনুগত্যের বিষয়টা বলি, প্রথম আনুগত্য আল্লাহ তা'য়ালার যেহেতু তিনি স্বশরীরে সরেজমিনে আমাদের সাথে থাকেন না এবং আমাদের দেখাও দেন না। তবে তাঁর আনুগত্য করা হয় কিভাবে? তবে অবশ্যই বলতে হবে কিতাবুল্লাহর অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবের মাধ্যমে আল্লাহর কিতাবে দেওয়া সকল বিধিবিধান আদেশ-নিষেধ সঠিক ভাবে পালন করাই হলো আল্লাহর আনুগত্য করা। সেহেতু আল্লাহ তাঁর রসূল হিসেবে মুহাম্মদ ﷺ কে প্রেরণ করেছিলেন এবং রসূল মরনশীল কাজেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে আর কোন নাবী-রসূল দুনিয়াতে আসবেন না। আর আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ﷺ ই হলেন শেষ নাবী। সুতরাং কিয়ামাত পর্যন্তই তাঁর আনুগত্যের নির্দেশনা বহাল থাকবে। আর সেই আনুগত্যের মাধ্যম হলো সুন্নাতুর রসূল ﷺ। অতএব, আমাদের জন্য আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যম হলো আল্লাহর কিতাব আল কুরআন। আর রসূল ﷺ এর আনুগত্য করার মাধ্যম হলো রসূলুল্লাহর সুন্নাহ। যা আমরা হাদিছ হিসেবে মান্য করি। আর আল্লাহর রসূল ﷺ এর মৃত্যুর পরেও আল্লাহর কিতাব আল কুরআন ও রসূল ﷺ এর সুন্নাহ আমাদেরকে শক্ত ভাবে ধরার আদেশ দিয়ে বিদায় হজ্জের ভাষণে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন-

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ فِي حَجَّتِهِ الْوَدَاعِ فَقَالَ: «أَلَا إِنِّي تَرَكْتُكُمْ فِي مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي».

"তোমাদের কাছে আমি যা রেখে যাচ্ছি দৃঢ়তার সাথে তা ধারণ করলে কখনও তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না, তা হল আল্লাহর কিতাব কুরআন এবং আমার সুন্নাত"। (ছহিহ মুসলিম)

রসূল ﷺ এর সুন্নাহ অর্থাৎ হাদিস সম্পর্কে মুজতাহিদ ৪ ইমামের অভিমত-

১। ইমাম আবু হানিফা (রহি:) বলেন- (ক) সুন্নাহ না হলে আমাদের কেহ কুরআন বুঝতে সক্ষম হত না। (খ) সাবধান! দ্বীন সম্পর্কে কখনও কোনও মনগড়া কথা বলবে না। এ ব্যাপারে সুন্নাহর অনুসরণ করবে। যে ব্যক্তি সুন্নাহ হতে দূরে সরে গিয়েছে, সে পথভ্রষ্ট হয়েছে। (গ) মানুষ কল্যাণের সাথে থাকবে, যে পর্যন্ত তাদের মধ্যে হাদীস অনুসন্ধানকারী থাকবে। যখন তারা হাদিছ বাদ দিয়ে ইলম শিক্ষা করবে, তখন ধ্বংসের পথে অগ্রসর হবে। (ঘ) যখন কোন ছহীহ হাদিছ পাওয়া যাবে, তখন তাই হবে আমার মাযহাব। (ঙ) যখনই আমার কোন কথা আল্লাহর কিতাব অথবা রসূলের হাদিছের বিপরীত বলে প্রমানিত হবে, তখনই তা পরিত্যাগ করবে।

২। ইমাম মালেক (রহি:) বলেন, (ক) আমি একজন সাধারণ মানুষ, দ্বীন সম্পর্কে কোন কথায় ভুলও করতে পারি এবং সত্যেও উপনীত হতে পারি। সুতরাং আমার কথাকে কিতাব ও সুন্নাহর সাথে যাচাই করে দেখবে, যা তাদের অনুসারী হবে তা গ্রহণ করবে, এবং যা ব্যতিক্রম হবে তা পরিত্যাগ করবে। (খ) মানুষের কথাকে মানুষ গ্রহণও করতে পারে অথবা বর্জনও করতে পারে। কিন্তু নাবীর কথাকে বর্জন করার অধিকার কারও নেই।

৩। ইমাম শাফেয়ী (রহি:) বলেন, (ক) যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের নির্ধারিত ফরয সমূহ গ্রহণ করেছে, সে ব্যক্তি রসূলের সুন্নাহ গ্রহণ করতে বাধ্য। কারণ, আল্লাহ তাঁর কিতাব, তার রসূলের অনুসরণ করা এবং কাউকে চুড়ান্ত ভাবে মেনে নেওয়াকে ফরয করে দিয়েছেন। এখানে কাউকে বলতে উলিল আমীর কে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি রসূলের কথা গ্রহণ করেছে, সে আল্লাহর কথাই গ্রহণ করেছেন। (খ) আল্লাহ তাঁর কিতাবে তাঁর নাবীর সুন্নাহ অনুসরণ করাকে ফরয করে দিয়েছেন। আল্লাহ স্বতন্ত্র ভাবে একস্থানে বলেছেন, আল্লাহ মানুষের উপর তাঁর ওয়াহীর এবং তাঁর নাবীর সুন্নাতের অনুসরণ করাকে ফরজ বলেছেন। তিনি আবার বলেন, আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহীম (আ:) এর দোয়ায় ও অপর কয়েক স্থানে 'আল কিতাব' ও আল হিকমাত এর উল্লেখ করেছেন। আল কিতাব এর অর্থ কুরআন এবং আল হিকমাতের অর্থ হাদিছকেই বুঝিয়েছেন। আমি কুরআন অভিজ্ঞদেরকে এ অর্থ করতেই শুনেছি। দুনিয়ার সকল মুসলমান এ ব্যাপারে

একমত যে, যখন কারও কাছে কোনও ছহিহ সুন্নাহ সুস্পষ্ট হয়ে পড়বে, তখন তার পক্ষে কারও কথায় তাকে পরিত্যাগ করা জায়েজ হবে না।

৪। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহি:) বলেন, (ক) যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ ﷺ এর হাদিছকে প্রত্যাখ্যান করেছে, সে ধ্বংসের মুখে পতিত হয়েছে। (উপরোক্ত চার ইমামের উক্তি বিষয় ভিত্তিক হাদীসে রসূল ﷺ, রচনায়- মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, প্রকাশনী- মীনা বুক হাউস, প্রকাশনায় আলহাজ্ব আবু জহির, দ্বিতীয় মুদ্রণ, মে ২০০৯ইং এর ২৩ নং পৃষ্ঠা হতে সংগ্রহকৃত)

সুতরাং যে বা যারা এ আকীদাহ গ্রহণ করবে যে, মুহাম্মদ ﷺ এর প্রতি ঈমান আনা যাবে। কিন্তু তিনি জীবিত না থাকার কারণে তাঁর আনুগত্য করা যাবে না। নিঃসন্দেহে তারা পথভ্রষ্ঠতার মধ্যে রয়েছে এমন কি তারা মুরতাদের অন্তর্ভুক্তও হয়ে যাবে। কারণ আনুগত্য ব্যতীত ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়াও মহান আল্লাহ তা'য়ালা আল্লাহর রসূলের আনুগত্য করার আদেশ দিয়ে বলেন,

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗٓ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

আল্লাহ ও তাঁহার রসূলের আনুগত্য কর, যদি তোমরা মু'মিন হও। (সূরহ আনফাল, আ: ১)

যেহেতু মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রসূলের আনুগত্য করার আদেশ দিয়েছেন সেহেতু কিয়ামাত পর্যন্ত তাঁর আনুগত্যের আদেশ বহাল থাকবে। কারণ সেই আনুগত্য রহিত করার জন্য আর কোন নাবী রসূলের আগমন ঘটবে না। আর মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣١﴾

বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরহ আলে ইমরান, আ: ৩১)

এছাড়াও মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٢﴾

বল, আল্লাহ ও রসূলের অনুগত হও। যদি তাহারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে জানিয়া রাখ, আল্লাহ তো কাফেরদেরকে পছন্দ করেন না। (সূরহ আলে ইমরান, আ: ৩২)

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ

রসূল ﷺ বলেছেন, যে আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহর আনুগত্য করল এবং যে আমার আনুগত্য অস্বীকার করল, সে আল্লাহর আনুগত্য অস্বীকার করল (হাদিসটির প্রথমাংশ উল্লেখ করা হয়েছে, ছহিহ বুখারী ও মুসলিম প্রশাসন অধ্যায়)।

কাজেই রসূল ﷺ এর আনুগত্য করা অপরিহার্য। আর রসূল ﷺ এর আনুগত্যই হলো তাঁর হাদিছকে বিশ্বাস করা এবং তা পালন করা। যে ব্যক্তি রসূল ﷺ এর আনুগত্য করবে না, কোন যুক্তি ছাড়াই তার আল্লাহর আনুগত্যও হবে না অতএব মহান আল্লাহ তা'য়ালা যে সকল আদেশ-নিষেধ আমাদেরকে দিয়েছেন এবং আল্লাহর রসূল ﷺ যা কাজে পরিনত করে আমাদেরকে দেখিয়েছেন এবং করতে আদেশ দিয়েছেন এগুলো পালন করাই হলো আল্লাহর আনুগত্য করা। আর যে তা করবে না অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্য করবে না, সে অটো ভাবেই শয়তানের আনুগত্য করবে। যা আনুগত্যের ২ নং প্রকারে উল্লেখ করা হয়েছে। আর আল্লাহর আনুগত্যকারীদের জন্য রয়েছে জান্নাত এবং শয়তানের আনুগত্যকারীদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম।

[খ] অন্তরের বিশুদ্ধতা

অন্তরের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই একটি হাদিছ উল্লেখ প্রয়োজন বোধ করছি। হযরত নু'মান ইবনু বশীর (রা:) বলেন,

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি- জেনে রাখ, শরীরের মধ্যে একটি গোস্তের টুকরা আছে, তা যখন ভালো হয়ে যায়। গোটা শরীরটাই

তখন ভালো হয়ে যায়। আর তা যখন খারাপ হয়ে যায় গোটা শরীরটাই তখন খারাপ হয়ে যায়। যেনে রাখ, সেই গোস্তের টুকরোটা হলো অন্তর। (হাদিছের শেষাংশ- ছহিহ বুখারী, ১ম খন্ড, হা: নং ৫২, ২০৫১; মুসলিম হা: ১১৯৯; মুসনাদে আহমাদ হা: ১৮৩৯৬)

অতএব, অন্তরকে ভালো করা অর্থাৎ অন্তর বিশুদ্ধ করা অপরিহার্য্য। তা ব্যতীত ইবাদাতে পূর্ণতা আসবে না। এমন কি মন্দ অন্তর সকল সময় আল্লাহ বিমুখতার দিকেই ধাবিত করে। কাজেই সে অন্তরে আল্লাহর প্রতি কোন ভয়-ভীতি থাকে না। আর সেই অন্তর দিয়ে সে সত্যকেও উপলব্ধি করতে পারে না। এই অন্তর সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ؕ اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ﴿۱۷۹﴾

আমি তো বহু জীন ও মানুষকে (তাদের পাপের শাস্তি হিসেবে) জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি; তাদের অন্তর আছে কিন্তু তাদ্বারা তাহারা উপলব্ধি করে না। তাহাদের চক্ষু আছে তাদ্বারা দেখে না এবং তাহাদের কান আছে তাদ্বারা শোনে না। (সূরহ আ'রফ, আ: ১৭৯)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله :التَّقْوَى هَاهُنَا ويشير إلى صدره ثلاث مرات. «بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ. كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ».

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, অতঃপর আল্লাহর রসূল ﷺ নিজের বুকের দিকে ইশারা করে বলেন- তাকওয়া এখানেই, তাকওয়া এখানেই, তাকওয়া এখানেই; মানুষ খারাপ হবার জন্য এতটুকুই যথেষ্ঠ যে, সে তার মুসলমান ভাইকে ঘৃণা করে, ছোট মনে করে, বস্তুত প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত, ধন-সম্পদ ও ইজ্জত অপর সকল মুসলমানদের উপর হারাম। (হাদিসটির নিম্নেয় অংশ নেওয়া হয়েছে- আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩য় খন্ড, পৃ: ৬৩১)

সুতরাং অন্তরই হলো মূল কেন্দ্র, সেখান থেকে মানুষ ভালো-মন্দ কর্মের দিকে ধাবিত হয় সুতরাং যার অন্তর কলুষিত অন্ধকারে নিমজ্জিত তার অন্তর পাপাচারে লিপ্ত, ফলে সে দাম্ভিক অহংকারী হয়; অথচ হযরত উকবা ইবনে

আমির (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَنْ مَاتَ وَفِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ؛ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ، وَلَمْ يَرَهَا

যে ব্যক্তি তার নির্ধারিত সময়ে মৃত্যুবরণ করে, অথচ যদি তার অন্তরে সরিষা পরিমান অহংকারও থাকে, তার জন্য জান্নাতের সুঘ্রাণও হালাল হবে না এবং সে জান্নাত দেখতেও পাবে না। (আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৩য় খন্ড, পৃ: ৬০১, হা: ২৮)

অন্য এক হাদিছে আবু সালামা ইবন আব্দুর রহমান ইবনে আউস (র:) বলেন,

«عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: الْتَقَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَلَى الْمَرْوَةِ، فَتَحَدَّثَا، ثُمَّ مَضَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، وَبَقِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَبْكِي، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَا يُبْكِيكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: هَذَا يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو زَعَمَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ؛ أَكَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ»

একবার আব্দুল্লাহ ইবনে উমার এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আ'স (রা:) এর মধ্য মারওয়া পাহাড়ে সাক্ষাত এবং উভয়ের মধ্য বাক্যালাপ হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমার (রা:) চলে যাওযার পর আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা:) কাঁদেন। তখন এক ব্যক্তি তাকে বলল, হে আব্দুর রহমান! কি কারণে আপনি কাঁদছেন? জবাবে তিনি বলেন, ইনি (অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর আমাকে কাঁদাচ্ছেন)। তিনি বলেন যে, তিনি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছেন, যার অন্তরে সরিষা পরিমাণ অহংকার থাকবে, আল্লাহ তাকে অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। (আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৩য় খন্ড, পৃ: ৬০০, হা: ২৬; মুসনাদে আহমাদ ৭০৫৫)

কাজেই সর্বপ্রথম আমাদের অন্তরের বিশুদ্ধতা প্রয়োজন। আর অন্তরকে বিশুদ্ধতার জন্য প্রয়োজন হলো- ঈমানের জন্য অন্তরকে বিশুদ্ধ রাখা অর্থাৎ সত্য বুঝে সত্যকে খুঁজে সত্যকে গ্রহণ করার দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি থাকা। হযরত আবু যার (রা:) বলেন,

«قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَخْلَصَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلإِيمَانِ، وَجَعَلَ قَلْبَهُ سَلِيمًا، وَلِسَانَهُ صَادِقًا، وَنَفْسَهُ مُطْمَئِنَّةً...»

যে ব্যক্তি ঈমানের জন্য তার অন্তর বিশুদ্ধ রেখেছে, তার মনকে ত্রুটিমুক্ত করা হয়েছে। (হাদিছের উপর ভাগের অংশ, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩য় খন্ড, পৃ: ৫৯২, হা: ১৪)

অন্তর বিশুদ্ধতার জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন কুরআন তিলাওয়াত করা এবং কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ করা। এ ক্ষেত্রে আমাদের পিতা ইব্রাহীম (আ:) এর দু'আটি উল্লেখযোগ্য। মহান আল্লাহ তা'য়ালা কুরআন মাজিদ এ বলেন,

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١٢٩﴾

(ইব্রাহীম (আ:) বলেন) হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তাদের মধ্য থেকে তাদের কাছে এমন রসূল প্রেরণ করুন যে তিলাওয়াত করবে তাদের কাছে আপনার আয়াত সমূহ এবং তাদেরকে শিক্ষা দিবে কিতাব ও হিকমাত এবং তাদের পবিত্র করবে, নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরহ বাক্বরহ, আ: ১২৯)

অন্যথায় মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٥١﴾

যেমন আমি তোমাদের মধ্যে থেকে তোমাদের জন্য একজন রসূল পাঠিয়েছি, যিনি তিলাওয়াত করেন তোমাদের নিকট আমার আয়াত সমূহ আর তোমাদেরকে পবিত্র করেন এবং তোমাদেরকে শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমাত আর শিক্ষা দেন তোমাদেরকে যা তোমরা কখনো জানতে না। (সূরহ বাক্বরহ, আ: ১৫১)

উক্ত আয়াতদ্বয়ে উল্লেখিত যে, কুরআন শ্রবণ করা এবং কুরআনের হিকমাত বুঝে শিক্ষা করাতে রয়েছে অন্তরের পবিত্রতা অর্জনের উপায়। অন্যথায় আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন,

«عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَصْدَأُ كَمَا يَصْدَأُ الْحَدِيدُ إِذَا أَصَابَهُ الْمَاءُ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا جَلَاؤُهَا؟ قَالَ: كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ، وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ»

লোহায় পানি লাগিয়ে যেমন মরিচা ধরে, তদ্রুপ (পাপ কাজ করিলে) অন্তরেও মরিচা ধরে। আরজ করা হইল, উহা পরিষ্কার করার উপায় কি?

আল্লাহর রসূল ﷺ উত্তরে বলিলেন, মৃত্যুকে অধিক পরিমানে স্বরণ করা আর কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করা। (কুরআন মাজিদ তিলাওয়াতের ফজিলত, পৃ: ২)

আর অন্তর মন্দ থাকার কারণে পরস্পরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ অন্তরে সৃষ্টি হয়। আর তার থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন,

«تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْغِلُّ، وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا وَتَذْهَبِ الشَّحْنَاءُ»

তোমরা পরস্পরে মুসাফাহা করবে। এতে তোমাদের অন্তরের হিংসা-বিদ্বেষ দূর হয়ে যাবে। আর পরস্পরে হাদিয়া বিনিময় করবে, এতে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে এবং বৈরিতা দূর হবে। (আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩য় খন্ড পৃ: ৪৯৬, হা: ১৪)

কাজেই উক্ত আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট হয় যে, ঈমান আনার জন্য ও নিজেকে ঈমানের পথে পরিচালনার জন্য অন্তরের বিশুদ্ধতা অপরিহার্য।

২। একনিষ্ঠ ভাবে আল্লাহর ইবাদাত করা:

উক্ত শিরোনামটিতে আল্লাহর ইবাদতের একনিষ্ঠতা আলোচনা উল্লেখ রয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালার ইবাদাতের জন্য, ইবাদাতে একনিষ্ঠতার প্রয়োজন তা ব্যতীত ইবাদতেও পূর্ণতা আসবে না। কাজেই একনিষ্ঠতার সহিত আল্লাহর ইবাদাত করতে হবে। আর আল্লাহর ইবাদাত হলো আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে আল্লাহর সকল আদেশ-নিষেধ মেনে ত্রুটিমুক্ত ভাবে আল্লাহর গোলামী করা। আর আল্লাহর গোলামীর মধ্যে যেমন নামাজ, রোজা, হাজ্জ, যাকাত রয়েছে তেমনিভাবে ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা, সশস্ত্র যুদ্ধ করা, ইসলামের তাবলীগ করা এই সকল বিধানও রয়েছে এই সকল বিধানগুলোর মধ্য থেকে একটি ছেড়ে অন্যটি করার এখতিয়ার কোন মুসলমানের নেই।

যে একটি বাদ রেখে অন্যটি করবে এবং অপরটির ব্যাপারে পাশ কেটে চলবে সে অবশ্যই গোমরাহ। বর্তমানে এই সমস্যাটা মহামারী আকার ধারণ করেছে। যেমন- কেহ নামাজ, রোজা, হাজ্জ, যাকাত আদায়ের প্রতি গুরুত্ব দেয়, কিন্তু জিহাদকে স্বীকার করতে চায় না। অথচ মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ﴿١٥﴾

তাহারাই মু'মিন যাহারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনে। পরে সন্দেহ পোষণ করে না। এবং জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে। তাহারাই সত্যনিষ্ঠ। (সূরহ হুজরাত, আ: ১৫)

আবার এই জিহাদকে কেউ কেউ ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে শান্তিপূর্ণ জিহাদে পরিনত করেছে তারা কোনক্রমেই সশস্ত্র জিহাদকে বর্তমান সময়ে স্বীকার করতে চায় না। তাদের মধ্যে কারো কারো ধারণা- ওয়াজ বক্তৃতাই বর্তমান সময়ের জিহাদ, আবার কারো কারো মতে বই লেখাই উত্তম জিহাদ আবার কেহ কেহ গনতন্ত্রকেই বর্তমান সময়ের জিহাদ হিসেবে মেনে নিয়েছে আবার কেহ কেহ মিছিল-মিটিং, হরতাল, পিকেটিং ইত্যাদিকেই জিহাদ মনে করেন। আর সশস্ত্র জিহাদকে করে অস্বীকার। অথচ মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর প্রিয় নাবীকে আদেশ দেন সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য, মুমিনদের প্রস্তুত করতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ ؕ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ﴿٦٥﴾ اَلْـٰٔنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَ عَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ۛ فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٦٦﴾

হে নাবী; মুমিনদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ কর; তোমাদের মধ্যে ২০ জন ধৈর্যশীল থাকিলে তাহারা ২০০ জনের উপর বিজয় হইবে এবং তোমাদের মধ্যে ১০০ জন থাকিলে ১ হাজার কাফিরের উপর বিজয়ী হইবে। কারণ তাহারা এমন এক সম্প্রদায়, যাহার বোধশক্তি নাই। আল্লাহ এখন তোমাদের ভার লাঘব করিলেন। তিনি অবগত আছেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বল আছে সুতরাং তোমাদের মধ্যে একশত জন ধৈর্য্যশীল থাকিলে তাহারা দুইশত জনের উপর বিজয়ী হইবে। আর তোমাদের মধ্যে ১ হাজার থাকিলে আল্লাহর অনুগ্রহক্রমে তাহারা ২ হাজারের উপরে বিজয়ী হইবে। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন। (সূরহ আনফাল, আ: ৬৫-৬৬)

যদি কেহ বিতর্কের কারণে বলতে চান সশস্ত্র জিহাদ এই সময়ের জন্য নয় বরং তা আল্লাহর রসূলের সময়েই ছিলো -এই কথাটি সম্পূর্ণই ভুল ব্যাখ্যা

এবং মু'মিনদেরকে ধোঁকা দেওয়া ব্যতীত কিছুই নয়। কারণ আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, সশস্ত্র জিহাদ চলবে কিয়ামাতের আগ পর্যন্ত।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ"

সাঈদ ইবনু মানসূর, আবু রাবী' আতাকী ও কুতাইবাহ ইবনু সাঈদ (রহঃ) .....সাওবান (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- আমার উম্মাতের একটি দল সর্বদাই হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তাদের সঙ্গ ত্যাগ করে কেউ তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। এমনকি এভাবে আল্লাহর আদেশ এসে পড়বে আর তারা যেমনটি ছিল তেমনটিই থাকবে। (সহিহ মুসলিম, হাদিস একাঃ ৪৮৪৪, আন্তঃ ১৯২০)

আর মহান আল্লাহ তা'য়ালাও সশস্ত্র যুদ্ধের সময়সীমা বলে দিয়ে বলেন,

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٩٣﴾

আর তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে থাকিবে যতক্ষণ না ফিতনা দূরীভূত হয়। এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত না হয়। যদি তাহারা বিরত হয় তবে জালিমদেরকে ব্যতীত আর কাহাকেও আক্রমণ করা চলিবে না। (সূরহ বাক্বরহ, আ: ১৯৩)

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় মাও: হাবিবুর রহমান বলেন, উক্ত আয়াতের এখানে ফিতনা দ্বারা সেই অবস্থা বুঝানো হয়েছে, যা দ্বারা দ্বীন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়। আর যুদ্ধের উদ্দেশ্য হলো উল্লেখিত ফিতনার অবসান হওয়া এবং দ্বীন শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাওয়া। আরবী ভাষায় 'দ্বীন' শব্দে আভিধানিক অর্থ আনুগত্য, আর এর পারিভাষিক অর্থ সেই জীবনব্যবস্থা যা কাউকে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী জেনে তার বিধান ও নীতিমালার আওতাধীন থেকে গ্রহণ করা হয়। অতএব সমাজের সেই অবস্থা যাতে মানুষের উপর মানুষের প্রভূত্ব ও সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন অসম্ভব হয়ে পড়ে, সমাজের এরূপ অবস্থাকেই ফিতনা বলা হয়। আর ইসলামী (সশস্ত্র) জিহাদের

লক্ষ্য হলো, সমাজে বিরাজমান উপরে উল্লেখিত ফিতনা নির্মূল করে এমন অবস্থা সৃষ্টি করা যেখানে মানুষ নির্বিঘ্নে শুধুমাত্র আল্লাহ বিধানবলিরই আনুগত্য করবে। (শব্দে শব্দে আল-কুরআন ১ম খন্ড, পৃ: ২০১, টিকা ২৫২)

উপরে উল্লেখিত আলোচনাটি বারবার পড়ে একটু স্থির ভাবে ভেবে দেখুন, আপনি যেই সমাজে বসবাস করেন, সেই সমাজের নীতিমালা বা সংবিধান কার তৈরি করা? সেই বিধান কি আল্লাহর তৈরি না কি মানব রচিত? অবশ্যই তা মানব রচিত। বর্তমান সমাজের বিধান যে, মানব রচিত তা আরো ভালো ভাবে স্পষ্ট হবার জন্য এবং বিস্তারিত জানার জন্য আমার আরও একটি লেখা ''সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ'' বইটি পড়ুন। অতঃপর যদি সত্যই বর্তমান সমাজের আইন আল্লাহর তৈরি না হয়ে মানব রচিত আইন অর্থাৎ ফিতনা হয়, তবে এই ফিতনা দূর করার জন্য সশস্ত্র যুদ্ধ আপনাকে স্বীকার করতেই হবে।

উপরে উল্লেখিত আয়াতের ''বিরত হওয়ার'' ব্যাখ্যায় মাও: হাবিবুর রহমান বলেন, এখানে ''বিরত হওয়ার'' অর্থ এটা নয় যে, কাফির-মুশরিকরা নিজেদের কুফুর ও শিরক থেকে বিরত হবে। বরং এর অর্থ হলো ''ফিতনা'' থেকে বিরত হওয়া কাফির, মুশরিক ও নাস্তিক প্রত্যেকেরই এ অধিকার ইসলামে স্বীকৃত যে, তারা তাদের ইচ্ছানুসারে আক্বীদা-বিশ্বাস পোষণ করবে। তাদের ইচ্ছানুসারে ইবাদাত উপাসনা করবে অথবা কারো ইবাদাত উপাসনা করবে না। কিন্তু তাদের এ অধিকার নেই যে, আল্লাহর জমীনে আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কোন বিধান চালু করবে এবং আল্লাহর বান্দাহদেরকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহর বান্দাহ বানাবে। এ ধরনের ফিতনা উচ্ছেদ করার জন্যই সম্ভাব্য সার্বিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। (শব্দে শব্দে আল-কুরআন, ১ম খন্ড, পৃ: ২০২, টিকা ২৫৩)

কাজেই আপনার বর্তমান সময়ে সশস্ত্র যুদ্ধ নেই বলে পাশ কাটিয়ে চলার কোন উপায় নেই। অনুরূপভাবে ইসলামী তাবলীগের প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে অপরিহার্য্য। ওয়াজ-বক্তৃতারও প্রয়োজন রয়েছে অনেক, তেমনি আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে অপরিহার্য্য।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: لَحَدٌّ يُقَامُ فِي الْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحًا

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেছেন, ৪০ দিন (রাত) বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার চেয়ে আল্লাহর একটি আইন আল্লাহর জমিনে প্রতিষ্ঠিত করা পৃথিবীবাসীর জন্য উত্তম। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩য় খন্ড, পৃ: ২৯২, হা: ২)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : يَوْمٌ مِنْ إِمَامٍ عَدْلٍ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً. وَحَدٌّ يُقَامُ فِي الْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحًا

ইবনু আব্বাস (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, ন্যায়পরায়ণ আমীর এর অধীনে একদিন অতিবাহিত করা ৬০ বছরের ইবাদাত অপেক্ষা উত্তম। আল্লাহর জমিনে তাঁর অর্থাৎ আল্লাহর একটি আইন প্রতিষ্ঠিত করা ৪০ বছর বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার চেয়ে উত্তম। (আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩য় খন্ড, পৃ: ২৯৩, হা: ৪)

আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে আমাদের প্রতি আদেশ করা হয়েছে। হযরত উবায়দা ইবনু সামিত (রা:) বলেন,

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: أَقِيمُوا حُدُودَ اللَّهِ فِي الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ. وَلَا تَأْخُذْكُمْ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা নিকটে ও দূরে নির্বিশেষে সবার মধ্যে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা কর। এ ব্যাপারে যেন কোন নিন্দুকের নিন্দা তোমাদের বাঁধা না হয়। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩য় খন্ড, পৃ: ২৯৩, হা: ৫)

অতএব, আল্লাহর আদেশকৃত সকল ইবাদাতই আমাদের পালনীয় অবশ্যকীয়। এবং ফরজ ইবাদতগুলোর কোনটির চেয়ে কোনটিই গুরুত্বহীন নয়। কাজেই আমাদের মন মতো ইবাদাতগুলো বেছে নিয়ে তা পালন করার কোন এখতিয়ার নেই। ইসলামকে পরিপূর্ণভাবেই পালন করতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্নাঙ্গ করিলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করিলাম। (সূরহ মায়িদাহ, আ: ৩)

আর এই পূর্নাঙ্গ ইসলাম থেকে কিছু গ্রহণ আর কিছু বর্জন করা অবশ্যই গোমরাহী। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَ تَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ؕ

তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ মানো আর কিছু অংশ অমান্য কর? সুতরাং, তোমাদের মধ্যে যাহারা এরূপ করবে তাহাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে হীনতা এবং কিয়ামাতের দিন তাহারা কঠিন শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে। (সূরহ বাক্বরহ, আ: ৮৫)

কাজেই ইসলাম যদি মানতে হয় তবে পরিপূর্ণ ভাবেই মানতে হবে। ইহুদীদের মতো কিছু মানব, আর কিছু অমান্য করব, তা হবে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ۪ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

হে মু'মিনগণ! তোমরা সর্বাত্মক ভাবে ইসলামে প্রবেশ কর। এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিও না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (সূরহ বাক্বরহ, আ: ২০৮)

কাজেই ইসলামের সকল ইবাদাতকেই গুরুত্ব দিতে হবে। কোনটিকে অবহেলা করে বর্জন করলে ইবাদাত পরিপূর্ণ হবে না। বরং সীমালংঘন হবে। আর কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ

নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারীগণকে ভালোবাসেন না। (সূরহ বাক্বরহ, আ: ১৯০)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সকলকেই আল্লাহর একনিষ্ঠ ইবাদাত করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

৩ ও ৪ তথা ছলাত প্রতিষ্ঠিত করা ও যাকাত দান করা :

কুরআন মাজিদ এর অধিকাংশ স্থানেই মহান আল্লাহ তা'য়ালার এই ২টি হুকুম পালনে আদেশ পাশাপাশিই উল্লেখ হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾

তোমরা ছলাত কায়েম কর ও যাকাত দাও এবং রুকু কারীদের সাথে রুকু কর। (সূরহ বাক্বরহ, আ: ৪৩)

আর এই ২টি বিধান নিয়ে অনেক কিতাব লিখিত হয়েছে। যা পাঠের দ্বারা এই ২টি ইবাদাত সম্পর্কে খুব ভালো ভাবেই অবগত হওয়া সম্ভব। আর এই ২টি বিষয়ে আমি নিজেও পৃথক পৃথক ২টি গ্রন্থ রচনা করেছি। যার একটির নাম 'রসূল ﷺ এর শিখানো ছলাত'। আর অপরটি 'আপনার যাকাতে যাদের হক রয়েছে'। আর আলোচ্য আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা ছলাত প্রতিষ্ঠা করা ও যাকাত দানের উল্লেখ এর মাধ্যমেই সেই সকল ইবাদাতকেও বুঝিয়েছেন। যার অন্তর্ভুক্ত হাজ্জ ও সিয়াম। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

«بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ البَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ»

ইসলাম ৫টি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। ১। আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রসূল এ কথার সাক্ষ্য দেয়া। ২। ছলাত কায়েম করা। ৩। যাকাত প্রদান করা। ৪। হাজ্জ করা। ৫। রমাদান মাসে সিয়াম রাখা। (ছহিহ বুখারী)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে ইসলামের এই ৫টি স্তম্ভই শক্ত ভাবে পালন করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

আমি ইতিমধ্যেই খুবই সংক্ষেপ ও সাধারণ ভাবে সামান্য কিছু ইবাদাতের উল্লেখ করেছি। যেগুলো অতি আবশ্যকীয়। তবে সেই সকল ইবাদাত পালনের মাধ্যমেই একজন মানুষের জীবন ও ইবাদাতের পূর্ণতা আসে না। কেননা জীবন একটি দীর্ঘ মেয়াদী বিষয়। যদিও আখিরাতের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র। আর এই জীবনের শেষ প্রান্তেই দাড়িয়ে আছে মৃত্যু। আর এই জীবন মৃত্যু সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ﴿٢﴾

যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদেরকে পরীক্ষা করিবার জন্য কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। (সূরহ মুলক, আ: ২)

অতএব উপরোক্ত আয়াত থেকে বুঝা গোলো জীবন ও মৃত্যু এই দুটিই আমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা। আর পরীক্ষা যখন রয়েছে। তখন সেই পরীক্ষার রেজাল্টও ভালো মন্দ রয়েছে। আর তার সাথে সেই রেজাল্ট অনুযায়ী রয়েছে পুরস্কার। যে ব্যক্তি মন্দ রেজাল্ট করবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। আর যে ব্যক্তি ভালো রেজাল্ট করবে তার জন্য রয়েছে আল্লাহর নিয়ামাতে পরিপূর্ণ জান্নাত। আর মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের নিকট থেকে উত্তম কর্মটিই আশা করেন। আর সেই জন্যই মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে এই পরীক্ষা ক্ষেত্রে অর্থাৎ দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন, এক নির্দিষ্ট মেয়াদে জীবন দিয়ে। আর এই একই সাথে আমাদের পিতা আদম ও মাতা হাওয়া (আ:) কে এই পৃথিবীতে প্রেরণের সময় মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন,

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٣٨﴾

অতঃপর যখন তোমাদের কাছে আসবে আমার পক্ষ হতে হিদায়াত তখন যারা অনুসরণ করবে আমার হিদায়াত তাদের কোন ভয় নেই, আর তারা দুঃখিতও হবে না। (সূরহ বাকারহ, আ: ৩৮)

আর এই হিদায়াতটিই হলো মহান আল্লাহ তা'য়ালার কুরআন। আর এই কুরআনই যে আমাদের জন্য হিদায়াত সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَ هُدًى وَّ مَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٣٨﴾

ইহা অর্থাৎ কুরআন মানব জাতির জন্য স্পষ্ট বর্ণনা এবং মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত ও উপদেশ। (সূরহ আলে ইমরান, আ: ১৩৮)

আর আমাদের পিতা আদম ও মাতা হওয়া (আ:) কে দুনিয়াতে প্রেরণের সময় মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর এই হিদায়াত অর্থাৎ কিতাবের কথাই বলে দিয়েছিলেন। আর সেজন্যই মহান আল্লাহ তা'য়ালা অন্য স্থানে বলেন,

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٢﴾

এটা সেই কিতাব (হিদায়াত) যাতে কোন সন্দেহ নেই। এটা হিদায়ত মুত্তাক্বীদের জন্য। (সূরহ বাক্বারহ, আ: ২)

অর্থাৎ উক্ত আলোচনায় আমি বুঝাতে চাচ্ছিলাম মহান আল্লাহ তা'য়ালা এই পরীক্ষা ক্ষেত্রে দুনিয়াতে আমাদেরকে পাঠিয়েছেন। আর সাথে সাথে দিয়েছেন সেই গ্রন্থ, যেই গ্রন্থ থেকেই আমাদের পরীক্ষা হবে। আর এই গ্রন্থ সঠিক ভাবে বুঝানোর জন্য আমাদের নিকট প্রেরণ করেছেন আমাদের শিক্ষক ও মহান নেতা মুহাম্মাদ ﷺ কে। আর তিনি সেই গ্রন্থের ব্যাখ্যা আমাদেরকে শিখিয়েছেন বাস্তব কর্মের মাধ্যমে। আর সেই বাস্তব কর্মটাই হলো আল্লাহর রসূল ﷺ এর হাদিছ। আর আল্লাহর রসূল ﷺ ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জের ভাষণে আমাদেরকে আল্লাহর সেই গ্রন্থ আল-কুরআন ও আল্লাহর রসূলের ﷺ সেই বাস্তব কর্ম পদ্ধতি আল হাদিস শক্ত ভাবে আকড়ে ধরতে আদেশ দিয়ে বলেন, ''তোমাদের কাছে আমি যা রেখে যাচ্ছি দৃঢ়তার সাথে তা ধারণ করলে কখনোও তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। তা হলো- আল্লাহর গ্রন্থ আল কুরআন এবং আমার সুন্নাহ (হাদিস)''।

আর সেই কুরআন ও সুন্নাহর প্রতিটি আদেশ-নিষেধ পালন করাই আল্লাহর প্রতিটি বান্দাহর জন্য অপরিহার্য। যাতে বিচার দিবসে বান্দা অপমানিত ও লাঞ্চিত হয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ না হয়। যেন জান্নাতই বান্দাহর শেষ ঠিকানা হয়।

হে মহান রব, আল্লাহ তা'য়ালা আপনি আমাদের জন্য বিচার দিবসের কঠিন ভয়াবহতা থেকে দয়া ও ক্ষমা করুন, আমিন।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ،

أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

-ঃ সমাপ্ত ঃ-

নোট/মন্তব্য:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

নোট/মন্তব্য:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

হাবীবুল্লাহ মাহমুদ এর লিখিত বইসমূহ

১. সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ
২. তা'লিমুত তাওহীদ
৩. তাওহীদ আল ইবাদাহ
৪. ইসলামের বুনিয়াদ শিক্ষা
৫. রসূল ﷺ এর শিখানো ছলাত
৬. ইসলাম পালনের মূলনীতি
৭. আপনার যাকাতে যাদের হক রয়েছে
৮. মাসজিদে যিরার (লিখিত বক্তব্য)
৯. বিচার দিবস
১০. ইসলামে সামাজিক জীবন
১১. মুক্তির পয়গাম
১২. তোমার লক্ষ্য যেন হয় জান্নাত
১৩. দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে নারীদের ভূমিকা
১৪. ইসলামে মৃত ব্যক্তিদের সম্পদ বণ্টন নীতি
১৫. আল্লাহর পথের পথিক
১৬. গাজওয়াতুল হিন্দের সংক্ষিপ্ত আলোচনা
১৭. সীরতে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল আরাবী ﷺ
১৮. তরজমায়ে সূরহ মুহাম্মাদ
১৯. আমরা কি চাই, কেন চাই, কিভাবে চাই

অন্তিম প্রকাশনী